Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ আশরাফুর রহমান

রোলঃ 216011638

১ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ আশরাফুর রহমান

রোলঃ 216011638

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেখ আশরাফুর রহমান, আইডিঃ 216011638 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আশরাফুর

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

শেখ আশরাফুর রহমান

আইডিঃ 216011638

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله،

وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

ভূমিকা

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করোলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ॥নিয়ামত সম্পূর্ণ করোলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন॥জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করোলাম।" (সুরাতুল মায়িদা, আয়াত ৩)

ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍۚ

"আমি কিতাবে কোনো বিষয়ই লিপিবদ্ধ করোতে বাদ রাখিনি" (সুরাতুল আন'আম, আয়াত ৩৮)

আল্লাহ তার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হিসেবে শুধুমাত্র ইসলামকে মনোনীত করেছেন এবং ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। মানব জীবনের এমন কিছু নাই যেটাকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে জানাননি। কুরআন ও হাদিসে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দেওয়া হয়েছে। মানুষের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। সবাই তাই স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে সক্ষম নয়। তাই শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে নামাজ আদায়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاؕ

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না" (সুরাতুল বাকারা, আয়াত ২৮৬)

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, মসজিদসমূহে চেয়ারের সংখ্যা এবং চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই মসজিদে হেঁটে বা দৌড়ে আসছেন আর চেয়ারে বসে পড়ছেন আল্লাহর সামনে নিজ মাথা নত করার উদ্দেশ্যে। অনেককে এমনও দেখা যায় যে, বাজার করে বা অন্যান্য কাজ এমনকি কষ্টসাধ্য কাজ করে

মসজিদে এসে নামাজের জন্য বসে পড়ছেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুনিয়াবি জীবনে কারও কি এমন সমস্যা হয়নি যে তাকে বসে অথবা চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে হয়েছে? সর্বশ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মে কি এরকম সমস্যা ছিল না? তারা কি চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করেছেন? আদৌ কি চেয়ারে বসে নামাজের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো দলীল আছে? ইন শা আল্লাহ্ আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করোবো। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন।

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব

আগে আমাদের নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। তা নাহলে চেয়ারে নামজের বিষয়টা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে কষ্ট হবে। এর কারণ হলো যে নামাজের গুরুত্বই জানেনা বা বুঝে না তার কাছে চেয়ারে নামাজের বিধান কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বোধগম্য হবে না বা বুঝবেনা। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ বা রুকনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই পাঁচটি রুকনের মধ্যে নামাজ অন্যতম একটি রুকন। ইসলামে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং ঈমানের পর সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে নামাজ। অন্য সকল ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হলেও নামাজের ব্যপারে অন্যান্য রুকনের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নামাজকে নিজ অবস্থা অনুযায়ী সুবিধা মতো আদায় করার সুযোগ দেওয়া হলেও বিশেষ কিছু অবস্থা ছাড়া পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়নি। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার নামাজের আদেশ, গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে আয়াত ও বর্ণনা রয়েছে। এখানে কুরআন ও হাদিসের কিছু আয়াত ও বর্ণনা পেশ করা হলোঃ

কুরআন থেকে নামাজের আদেশ বিষয়ক আয়াতসমূহঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

এবং তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ করো। (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ৪৩)

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي
الْخٰشِعِيْنَ ۙ

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন। (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ৪৫)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো এবং (স্মরণ রেখো), তোমরা যেকোনো সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যেকোনো কাজ করো আল্লাহ তা দেখছেন। (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ১১০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيۡنَ

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ১৫৩)

وَاَنۡ اَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوۡهُ ؕ وَهُوَ الَّذِیۡۤ اِلَيۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ

এবং (এই হুকুমও দেওয়া হয়েছে যে,) সালাত কায়েম করো এবং তাকে ভয় করে চলো। তিনিই সেই সত্তা, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরাতুল আন'আম, আয়াত ৭২)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ

এবং তুমি নামাজ কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয় নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক। (সূরাতুল হূদ, আয়াত ১১৪)

لِّعِبَادِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا يُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنۡفِقُوۡا مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ يَّاۡتِىَ يَوۡمٌ لَّا بَيۡعٌ فِيۡهِ وَلَا خِلٰلٌ

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বলো, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না। (সূরাতুল ইবরাহীম, আয়াত ৩১)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوۡكِ الشَّمۡسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيۡلِ وَقُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ ۞ اِنَّ قُرۡاٰنَ الۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُوۡدًا

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো এবং ফজরের নামাজ (কায়েম করো)। নিশ্চয় ফজরের নামাজে সমাবেশ ঘটে। (সূরাতুল বনী ইসরাঈল॥ইসরা, আয়াত ৭৮)

وَجَاهِدُوْا فِى اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰىكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

এবং তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা করো, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধরো। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী। (সূরাতুল হাজ্ব, আয়াত ৭৮)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (সূরাতুন নূর, আয়াত ৫৬)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(ফিতরাতের অনুসরণ করবে) তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (সূরাতুর রুম, আয়াত ৩১)

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো ও নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন। (সূরাতুল আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰىوَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

হে নবী পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায়

পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামাজ কায়েম করো। যাকাত আদায় করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবে পবিত্র করতে। (সূরাতুল আহযাব, আয়াত ৩২-৩৩)

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা নিভৃতে কথা বলার আগে সদকা করোতে কি ভয় পাচ্ছ? তোমরা যখন তা করতে পারনি এবং আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন নামাজ কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে যাও। তোমরা যা-কিছু করো আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত। (সূরাতুল মুজাদালা, আয়াত ১৩)

কুরআন থেকে নামাজের ফযিলত বিষয়ক আয়াতঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরাতুল আনফাল ৮ : ২-৪)

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ সত্যিকারে প্রশান্ত হয়। (সূরাতুর রা'দ, আয়াত ১৩)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাজে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাজসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। (সূরাতুল মুমিনুন ২৩ : ১-১১)

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

ত্ব-সীন। এ কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত; মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ- যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা আখেরাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরাতুন নামাল ২৭ : ১-৩)

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো ও নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন। (সূরাতুল আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى

وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓـئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ

যারা তাদের নামাজ আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাজের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে। (সূরাতুল মাআরিজ ৭০: ২৩-৩৫)

হাদিস থেকে নামাজের ফযিলত নিয়ে বর্ণনাঃ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ ". قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ " فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا"

ইব্রাহীম ইবনু হামযা (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, “বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে?” তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ"

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাত (নামায/নামাজ) উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন্ অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেনঃ আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাত রত ছিলেন। (সহীহুল বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ"

ইয়াহইয়া ইবনু আয়্যুব, কুতায়বা ইবনু সাঈদ ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ)... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত (নামায/নামাজ) এবং এক জুম'আ থেকে আরেক জুমুআ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায় যতক্ষন পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। (সহীহ মুসলিম)

এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত ও বর্ণনা রয়েছে নামজের ফজিলত বিষয়ক।

সমস্যা কি নতুন?

চেয়ারে বসে নামাজের বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে বেশি দেখা গেলেও চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে যে কারণগুলো রয়েছে অথবা যে কারণগুলোকে সামনে আনা হয় তা নতুন নয়। সাধারণত যারা চেয়ারে নামাজ পড়েন, তারা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যথার ওজর দেখিয়ে এটাকে জায়েজ করার চেষ্টা করেন। আবার কিছুসংখ্যক আল্লাহর বান্দা মনে করেন, চেয়ারে নামাজের বিধানটি আধুনিক মাসআলার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াবি জীবনে হয় চেয়ার ছিল না অথবা বর্তমান কালের মতো এরকম কোনো শারীরিক সমস্যা কারো ছিল না। তাই এ বিষয়ে কোনো মাসআলা নেই। প্রকৃতপক্ষে যারা চেয়ারে নামাজ পড়েন তাদের অধিকাংশই এই বিষয়ের মাসআলা সম্পর্কে অবগত নন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর যেসব শারীরিক সমস্যাগুলোর কথা বলা হচ্ছে তা ওই সময়ও কমবেশি ছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু চেয়ার ব্যবহার করেছেন এবং চেয়ারে বসে তারা তা'লীম দিতেন মর্মে[২] এবং ওজু করেছেন মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩] সুতরাং আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াবি জীবনে চেয়ার ছিল সেটা স্পষ্ট। কিন্তু সে সময়ে বা খইরুল কুরুন (সর্বশ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্ম) এর সময়ে সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় কেউ মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে চেয়ার এনেছেন এবং সুন্নত, ফরজ বা নফল নামাজ পড়েছেন বলে কোনো বর্ণনা বা প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভীষণ অসুস্থতার সময় যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেননি, তখন তিনি মাটিতে বসে নামাজ পড়েছেন।[৪] উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّى مُتَرَبِّعًا

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চারজানু হয়ে বসে[৫] নামাজ পড়তে দেখেছি।[৬]

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, ولعل ذلك كان من شكوى– "এটি সম্ভবত তাঁর কোনো ব্যথার কারণে ছিল।"[৭]

বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবি'ঈগণও ভীষণ অসুস্থতার সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে কখনো চারজানু হয়ে আবার কখনো শুয়ে নামাজ পড়তেন।[৮] নাফি (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) ব্যথার কারণে চারজানু হয়ে বসে নামাজ পড়েছেন।”[৯] একবার সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.)-এর ছেলে আবদুল্লাহ (রাহ.) অল্প বয়সে তাঁর পিতাকে এভাবে নামাজ পড়তে দেখে তিনিও এভাবে বসে নামাজ পড়তে শুরু করেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তাঁকে এভাবে নামাজ পড়তে বারণ করে বলেন, নামাজে বসার সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রেখে এবং বাম পা (-এর পাতা) বিছিয়ে (তার ওপর) বসা। তখন তিনি বললেন, আপনি নিজেই তো এভাবে 'আমল করেন। (এর কারণ কী)? তখন তিনি বললেন, -“আমার দু'পা আমাকে বহন করতে অক্ষম (বিধায় আমি এভাবে চারজানু হয়ে বসি)।”[১০] মুগীরা ইবনু হাকীম (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি দেখলাম সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) দু'সিজদার মাঝে (দুই পা দু দিকে প্রসার করে) দু'পায়ের গোড়ালিদ্বয়ের মাঝখানে বসে নামাজ পড়ছেন। সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, “যখন থেকে আমি পায়ের সমস্যায় ভুগছি তখন থেকেই আমি এভাবে বসে নামাজ পড়ছি।”[১১] অন্য সূত্রে শব্দটি এভাবে এসেছে,

إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّي

“এভাবে বসা অবশ্যই নামাজের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি নয়। তবে পায়ের সমস্যায় ভুগছি বিধায় এভাবে বসে নামাজ পড়ছি।”[১২]

চেয়ারে নামাজের ব্যবহারঃ কেন এটি অপছন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত মসজিদে চেয়ারের ব্যবহার এবং চেয়ারে বসে নামাজ আদায় একদমই অপছন্দনীয় এবং এটি কাম্য নয়। এর কারণগুলো হলো:

ক. ইসলামে সাম্প্রতিক প্রচলন ও নতুন সংযোজন

মসজিদে ও নামাজে চেয়ারের ব্যবহার ইসলামে অতি সাম্প্রতিক প্রচলন ও নতুন সংযোজন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এর যুগ থেকে শুরু করে কয়েক যুগ আগেও কোথাও দেখা যায়নি। অথচ ব্যথা ও শারীরিক সমস্যাও আগে ছিল, মাযূরও আগে ছিল এবং চেয়ারও ছিল। উল্লেখ্য যে, স্পষ্ট শার'ঈ দলীল ব্যতীত নিজেদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ যুক্তি খাঁড়া করে কিংবা দূরবর্তী কোনো অস্পষ্ট ও ব্যাপকতাজ্ঞাপক দলীল থেকে ইচ্ছামতো প্রমাণ পেশ করে নামাজের মধ্যে কোনো আমল করতে যাওয়া সমীচীন নয়। এরূপ কাজ গর্হিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

صلّوا كما رأيتمون أصلي

"তোমরা নামাজ পড়ো যেভাবে তোমরা আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছো।"[১৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামাজের ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানো পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো এ অধিকার নেই যে, সে নতুন কোনো আমল বা বৈশিষ্ট্য সংযোজন করবে এবং মনে করবে যে, তার এ কাজ যথার্থ হয়েছে।

পূর্বসূরি সত্যনিষ্ঠ মুজতাহিদ ও ফকীহগণ তাঁদের গ্রন্থগুলোতে অসুস্থ ও ওজর অবস্থায় কীভাবে নামাজ আদায় করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন; কিন্তু কারো গ্রন্থে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি মুজতাহিদ ইমামগণ যেখানে হাজার হাজার উপপ্রমেয়মূলক (افتراضي) মাসয়ালাই প্রতিপাদন করেছেন, সেখানে এ জাতীয় কোনো বিষয়ের চিন্তা তাঁদের কল্পনায়ও আসেনি।

কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, চেয়ারে বা টুলে বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামাজ না পড়া, এ কাজটি না-জায়িয হবার দলীল হতে পারে না। কারণ, এমন অনেক কাজ যা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় করেননি, পরবর্তীকালে সালাফে-সালিহীনের যুগে তা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে। এখানে এ প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, প্রথমত বিশেষ করে নামাজের ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি প্রদর্শন মোটেও সমীচীন নয়। দ্বিতীয়ত, এরূপ কাজগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছেড়ে দেওয়ার

পেছনে একটি কারণ ছিল, তাঁর জীবদ্দশায় হয়তো এসব কাজের কোনো যথার্থ উপলক্ষ ও চাহিদা দেখা যায়নি; কিন্তু পরবর্তীকালে এসব কাজের ভীষণ প্রয়োজন অনুভূত হয়। যেমন- কুর'আন ও হাদীস সংকলনের কাজ। অপর একটি কারণ ছিল, তখন হয়তো এসব কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা বা বাধা ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে ঐসব বাধা বা অসুবিধা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন- জামা'আতের সাথে নিয়মিত তারাবীহ নামাজ আদায়। বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ চেয়ারে বসে নামাজ পড়েননি, এর কারণ এটি নয় যে, তা করতে তাঁদের কোনোরূপ বাধা বা অসুবিধা ছিল। তদুপরি এ কাজের উপলক্ষ ও প্রয়োজনীয়তা তখনো বিদ্যমান ছিল। কাজেই এ ক্ষেত্রে এরূপ প্রশ্ন অবান্তর ও অযৌক্তিক।

চেয়ার ব্যবহারকারীদের মধ্যে কাউকে এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করতেও দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার উপলক্ষ ও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। কারণ, তখন বর্তমানের মতো লোকদের ব্যথা-বেদনা ও অসুস্থতা ছিল না কিংবা থাকলেও এর তীব্রতা কম ছিল। এ কারণেই তখন কেউ চেয়ারে বসে নামাজ পড়েননি। এ যুক্তি কোনোভাবেই যথার্থ ও বাস্তবনিষ্ঠ নয়। কেননা, ব্যথা-বেদনা ও অসুস্থতা কম-বেশি সবযুগেই ছিল। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে অসংখ্য সাহাবী, তারপর তাবি'ঈগণ, অতঃপর তাবা'-তাবি'ঈনের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন যুদ্ধে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হন, তাদের অনেকের হাত-পা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁদের কেউ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারতেন না, আবার কেউ পা ভাঁজ করে বসে নামাজ আদায় করতে পারতেন না, কেউ মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করতে পারতেন না, কেউ আবার পা সামনের দিকে বিস্তার করে বসতেও পারতেন না। পক্ষান্তরে তাঁদের অনেকের ঘরেই চেয়ার মজুদ ছিল। কারো ঘরে চেয়ার না থাকলেও অপর কারো থেকে সংগ্রহ করে কিংবা ক্রয় করে অথবা নিজেরা তৈরি করে নেয়ার সুযোগ ছিল। মোটকথা, সেসময়ও চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং তাঁরা ইচ্ছা করলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তেও পারতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা কেউ চেয়ারে বসে নামাজ পড়েননি। কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে নিষেধ করেননি, তাই এভাবে নামাজ পড়তে অসুবিধা নেই।

তাদের এ কথাও যথার্থ নয়। কারণ, প্রথমত নামাজ, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সরাসরি শিক্ষা ও নির্দেশনার বাইরে নতুন কিছু সংযোজন বা প্রবর্তন না করা। পক্ষান্তরে জাগতিক কর্মকাণ্ড ও বিষয়াদিতে মূলনীতি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু নিষেধ করেননি, তাকে নিষিদ্ধ না করা।[১৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন,

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى ... وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ، فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الله

"ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- 'তাওকীফ' অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার ওপর একান্ত নির্ভর করা। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রবর্তিত শরী'আতের বাইরে নতুন কিছু প্রবর্তন করা যাবে না।" পক্ষান্তরে জাগতিক কর্মকাণ্ড ও বিষয়াদিতে মূলনীতি হলো মার্জনা করা। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু নিষিদ্ধ করেননি, তাকে নিষিদ্ধ করা যাবে না।"[১৫]

সুতরাং নামাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সরাসরি শিক্ষা ও নির্দেশনার বাইরে নতুন কোনো নিয়ম প্রবর্তন করা বা কোনো বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা সমীচীন তো নয়; বরং গুমরাহীর নামান্তর ।

দ্বিতীয়ত, তাদের এ যুক্তি স্ববিরোধিতামূলক। যারা এ কথা বলেন, তারাও শারী'আতের অনেক ক্ষেত্রে এ যুক্তি মানেন না। যেমন- ধরুন, কুর'আন বা হাদীসের কোথাও মাগরিবের নামাজ ৪ রাক'আত পড়তে নিষেধ করা হয়নি। এখন তারা কি এ কথা বলবেন যে, মাগরিব নামাজ ইচ্ছে করলে চার রাক'আতও পড়া যাবে? অনুরূপভাবে নামাজের মধ্যে কিয়াম, রুকু, সিজদা ও জালসা প্রভৃতি অবস্থায় দরূদ পড়তে নিষেধ করা হয়নি। এখন তারা কি বলবেন যে, এসব অবস্থায়ও দরূদ পড়া যাবে? আ'মাশ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইব্রাহীম আন-নাখ—ঈ [৪৬-৯৬ হি.] রাহ. কে ইমামের সালাম ফিরানো পর

صلي الله على محمد لا اله الله- বলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন,

ما كان من قبلهم يصنع هكذا

"ইতঃপূর্বে এ ধরনের করা হতো না।"

'আতা ইবনুস সা'য়িব (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তাবি'ঈ আবুল বুখতারী [মৃ. ৮২ হি.] রাহ. বলেন, "এটা বিদ'আত।"[১৬] এ রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ ও আবুল বুখতারী (রাহ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফাকীহ রাবীগণ صلي الله على محمد لا اله الله - এর মতো যিকরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সময়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে অনুসৃত না হওয়ায় তাকে অস্বীকার করেছেন এবং বিদ'আত বলে চিহ্নিত করেছেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, উপর্যুক্ত যুক্তি প্রদর্শন, বিশেষ করে ইবাদতের ক্ষেত্রে মোটেও সমীচীন নয়।

মোটকথা, মসজিদে ও নামাজে চেয়ারের ব্যবহার ইসলামে নতুন সংযোজন ও সাম্প্রতিক প্রচলন। আর ইসলামে সাধারণত যে কোনো নতুন সংযোজন নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فى أمرنا هذا ما ليس فيه / منه فهو ردّ

"যে কেউ আমাদের এ দীনে এমন কিছু নতুন উদ্ভাবন করবে, যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[১৭]

তবে দীনের মধ্যে যা কিছু একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নতুন সংযোজন হবে, তা বৈধ বলে গণ্য হবে।[১৮]

খ. আল্লাহর নিকট বিনম্র উপস্থিতির পরিপন্থী

মাটিতে নিচে বসা আর চেয়ারে বসার মধ্যে ভাব ও মানসগত পার্থক্য বিদ্যমান। মাটিতে নিচে বসার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিনয় ও হীনভাব প্রকাশ পায়, চেয়ারে বসার ক্ষেত্রে তা অনেক সময় প্রকাশ পায় না; কখনো এ অবস্থায় নিজের আমিত্ব ও অহঙ্কারী ভাবও ফুটে ওঠে। নামাজ হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার সবিনয় উপস্থিতি এবং তাঁর শাহী দরবারে নিজের সীমাহীন অসহায়ত্ব, নীচতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

উল্লেখ্য যে, নিজের সর্বোচ্চ বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশই হলো নামাজের প্রাণস্বরূপ। উপরন্তু, ইবাদতের মূল অর্থহ হলো- أقصي غاية الخضوع والتذلل- "চূড়ান্ত বিনয়, নীচতা ও অসহায়ত্ব।"[১৯] কাজেই যে ব্যক্তি নামাজে তার উঠাবসা, নড়াচড়া, হাবভাব ও কথার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট যত বেশি নিজের অসহায়ত্ব, নীচতা, বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবে, তার নামাজ ততো বেশি পুরস্কার লাভের উপযোগী হবে। পক্ষান্তরে মসজিদে চেয়ার ঢুকিয়ে তাতে আসন গ্রহণ করা মহান আল্লাহর শাহী দরবারে উপস্থিতির আদবেরও পরিপন্থী। এ কাজে অনেক সময় নিজের বিনয়ী ও অসহায় অবস্থানের পরিবর্তে নিজের আমিত্ব ও অহঙ্কারী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। কাজেই চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের ফলে ইবাদতের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন নাও হতে পারে। সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قال الله تعالى إني لا اتقبل الصلاة إلا ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কেবল সেই ব্যক্তির নামাজই কবুল করি, যে এর মাধ্যমে আমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিনয়ভাব প্রকাশ করে এবং আমার সৃষ্টির ওপর কোনোরূপ বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে না।"[২০]

উল্লেখ্য যে, ফাকীহদের মতে নামাজে এমন যে কোনো কাজ বা অঙ্গভঙ্গি, যা বিনয়ানভূতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কিংবা যাতে নিজের আমিত্ব ও অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটে, তা মাকরূহ।[২১]

গ. সিজদার কাঙ্ক্ষিত স্থল থেকে দূরে অবস্থান

সিজদা হলো নামাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন (উপাদান)। প্রত্যেকটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মুছে দেন।[২২] এতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার চূড়ান্ত বিনয়, নীচতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়, অপরদিকে এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

"আর তুমি সিজদা করো এবং নৈকট্য অর্জন করো।" (সুরাতুল আ'লা, আয়াত ২৩) (সিজদার আয়াত)

সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

“বান্দা সিজদাবনত অবস্থায় তার রারের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা (এ সময়) বেশি বেশি দু'আ করো।”[২৩]

কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি তার ওজরের কারণে যথানিয়মে সিজদা করতে অক্ষম হয়, তাহলে তাকে সেই অবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যা সিজদার অতি কাছাকাছি পৌঁছে এবং যাতে আল্লাহর প্রতি যথাসাধ্য চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। ফিকহের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন মা‘যূর ব্যক্তি, যে দাঁড়িয়ে হোক বা বসে হোক উভয় অবস্থায় ইশারা ব্যতীত রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম নয়, তার জন্য বসে নামাজ আদায় করাই উত্তম। কারণ, এ অবস্থায় বান্দা সিজদার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যায়। উল্লেখ্য যে, সিজদা মাটিতে কপাল রেখেই আদায় করতে হয়। কাজেই নিচে বসা অবস্থায় কপাল মাটির অধিক কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে চেয়ারে বসা অবস্থায় কপাল মাটি থেকে অনেক দূরে সরে থাকে।

ঘ. কাতারে বিঘ্নতা সৃষ্টি

চেয়ারের ব্যবহারের ফলে নামাজের কাতারে বিঘ্ন ঘটে। এ অবস্থায় কাতার সোজা হয় না এবং কাতারের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, যদি চেয়ারের পেছনের পায়া কাতারের লোকদের পা বরাবর রাখা হয়, তাহলে চেয়ারের মুসল্লী কিয়ামের সময় কাতারে দাঁড়াতে পারবে না; বরং তাকে কাতারের সামনে দাঁড়াতে হবে। ফলে কাতারের শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে; কাতার সোজা থাকবে না। আর যদি চেয়ারের সামনের পায়া কাতার বরাবর রাখা হয়, তবে দুটি সমস্যা দেখা দেবে:

ক. তাকে কাতার থেকে সামান্য সামনে দাঁড়াতে হবে।

খ পেছনের কাতারের লোকদের পক্ষে ঐ চেয়ারের কারণে ঠিকমতো সিজদা আদায় করা সম্ভব হবে না।

কাজেই চেয়ারে বসে জামা'আতে নামাজ পড়লে একদিকে কাতার সোজা হবে না, অপরদিকে পেছনের কাতারের লোকদের সিজদা আদায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে।[২৪] তাছাড়া চেয়ারের কারণে কাতারের মধ্যে ফাঁকও তৈরি হবে। প্রায়ই দেখা যায়, মসজিদে চেয়ারগুলো আলাদা আলাদা এমনভাবে বসানো হয় যে, প্রত্যেক মুসল্লী নিজস্ব অবস্থান থেকে পৃষ্ঠাথক পৃষ্ঠাথকভাবে দাঁড়ান এবং আলাদা আলাদা রুকূ-সিজদা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতার সোজা করা এবং একে অপরের সাথে লেগে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দিয়েছেন। সাইয়িদুনা নূ'মান ইবনু বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিন তিনবার বললেন, أقيموا صفوفقم- "তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও।" তারপর বললেন,

وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

"আল্লাহর শপথ! তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে অবশ্যই সোজা করে নিবে। নচেত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি করে দেবেন।"

রাবী বলেন, "এরপর থেকে আমি দেখলাম, লোকেরা এভাবে দাঁড়াতো যে, তাদের একজনের ঘাড় অপরের ঘাড়ের সাথে, একজনের হাঁটু অপরের হাঁটুর সাথে এবং একজন টাখনু অপরের টাখনুর সাথে লেগে যেতো।"[২৫]

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِى إِخْوَانِكُمْ، وَلا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

"তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নাও, কাঁধের সাথে কাঁধ বরাবর করো, ফাঁক বন্ধ করো, তোমাদের ভাইদের জন্য কাঁধ নম্র করে দাও এবং শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি নিজেকে কাতারে (অপরের সাথে) মিলিয়ে নেবেন, আল্লাহ তাআলাও তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিবেন। আর যে কাতারকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন।"[২৬]

ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) প্রমুখ ইমামগণের মতে, নামাজে কাতার সোজা করা সুন্নাত। তবে ইমাম ইবনু হাময (রাহ.) এর মতে, এটি ফরজ। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বদরুদ্দীন আল-'আইনী (রাহ.) বলেন, হাদিসে একদিকে নামাজে কাতার সোজা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অপরদিকে সোজা না করার ব্যাপারে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শাস্তির ধমক সম্বলিত এরূপ আমর (নির্দেশসূচক বক্তব্য)-এর একান্ত দাবি হলো, তা ওয়াজিবই হবে। তবে তা অবশ্যই নামাজের অভ্যন্তরীণ ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণে কেউ এই মুহূর্তে সামান্য করলে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু সে গুনাহগার হবে।[২৭]

ঙ. মসজিদের সৌন্দর্য ও আদবের পরিপন্থী

অনেক সুস্থ লোক, এমনকি যুবকরাও কখনো মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। আবার কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এরূপ কাজ মসজিদের সৌন্দর্য ও আদবের পরিপন্থী। হাদীসে মসজিদে গোল হয়ে বসে আলাপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এর ফলে সাধারণ মুসল্লী, যাঁরা নামাজ পড়তে আসেন কিংবা যাঁরা কোনোরূপ ইবাদতের মধ্যে রত রয়েছেন, তাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে। বর্ণিত রয়েছে যে,

وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَة

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন নামাজের পূর্বে গোল হয়ে বসা থেকে নিষেধ করেছেন।"[২৮]

এ হাদীসে জুমু'আর নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সাধারণত জুমু'আর দিন লোকেরা নামাজের পূর্বে ইমাম আসা পর্যন্ত প্রায়ই গোল হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করে থাকে। বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় মসজিদে দেখা যায়, জামা'আতের পর কখনো কখনো লোকেরা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে কেউ চেয়ারে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছে কিংবা বই পড়ছে, আর কিছু লোক কথাবার্তা বলছে। কেউ আবার পাশে নামাজ পড়ছে কিংবা নিচে বসে তিলাওয়াত করছে। রমযানে মাসে ই'তিকাফের সময় এ প্রবণতা খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। এভাবে মসজিদগুলো যেন দিন দিন ক্রমেই হলরুমে বা বৈঠকখানায় পরিণত হতে চলেছে।

চ. মুসল্লীদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি

মসজিদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মুসল্লীগণ- চাই সে যেই হোক না কেন, সকলেই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু চেয়ারের ব্যবহারের কারণে মসজিদের এ স্বাভাবিক ও মৌলিক সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং সকল মুসল্লীর সমান মর্যাদা ও অবস্থানের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। তাছাড়া অনেক সময় বয়স্ক নামাজীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, সাধারণত সকল মুসল্লীকে মসজিদে সমান মেঝেতে অবস্থান করতে হয়। এটিই মসজিদের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এক মুসল্লীর চেয়ে অন্য মুসল্লী, এমনকি ইমামও উঁচুস্থানে দাঁড়ানো/বসা মাকরূহ। আবূ মাস'উদ (রা.) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ (شيء) وَيَبْقَى النَّاسُ خَلْفَهُ (يعني أسفل منه)

“ইমাম কোনো কিছুর উপরে দাঁড়াবে আরা লোকেরা তার পেছনে (নিচে) থাকবে- এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।”[২৯]

বিশিষ্ট ফাকীহ বুরহানুদ্দীন আল-মারগীনানী (রাহ.) বলেন,

ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان .. وكذا على القلب في ظاهر الرواية لأنه ازدراء بالإمام

“ইমাম একা উঁচু স্থানে অবস্থান করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে (যাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী) এর বিপরীত অর্থাৎ মুক্তাদী উঁচুস্থানে আর ইমাম নিচু স্থানে থাকাও মাকরূহ। কারণ, এতে ইমামকে অপমান করা হয়।”[৩০]

বলা বাহুল্য, মুক্তাদী চেয়ারে বসে নামাজ পড়া অবস্থায় সিজদা ও কা‘দাহর সময় ইমাম সাহেব ও অন্য মুসল্লীগণ নিচে থাকেন। এতে প্রকারান্তরে ইমাম সাহেব ও অন্য মুসল্লীদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবের প্রকাশ ঘটে।

ছ. বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন

অনেকেই মনে করে, এ রীতিটি খ্রিস্ট ধর্মের অনুকরণে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট একটি নতুন রীতি। উল্লেখ্য যে, সাধারণত খ্রিষ্টানদের গির্জাগুলোতে উপাসনা করতে আসা লোকদেরকে চেয়ার ও বেঞ্চে বসতে দেয়া হয় এবং সেখানে বসেই তারা তাদের উপাসনা করে। মূলত

উপাসনালয়ে চেয়ার-টুলের ব্যবহার খ্রিষ্টানদেরই সংস্কৃতি, যা সাধারণত কোনো মুসলমান অনুসরণ করতে পারে না। হাদীসেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى

“যে ব্যক্তি আমাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।”[৩১]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, মুসলমানদের সকল আচার-অনুষ্ঠান এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের মুসলিমসুলভ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। বিশিষ্ট ইমামগণের মতে, যে সকল রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অমুসলিমদের একান্ত কৃষ্টি-কালচাররূপে বিবেচিত কিংবা যে সকল রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণের সাথে তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের যোগসূত্র রয়েছে অথবা যে সকল বিষয়ের অনুকরণ করতে গেলে ইসলামের মূল চেতনাকে বর্জন করতে হয়, সে সবের অনুকরণ করা নিষিদ্ধ।[৩২] উল্লেখ্য যে, জঘন্যতম সাদৃশ্য অবলম্বন হলো যা ইবাদতের মধ্যে করা হয়। একজন মুসলিমকে তার নামাজ, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি আদায়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এগুলোর কোনো কিছুতেই অন্য জাতির সাথে কোনোরূপ সাদৃশ্য তৈরি না হয় এবং এসবের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে।

কিছু আপত্তির জবাব

প্রথম আপত্তিঃ এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ এ আপত্তি করে থাকেন যে, ইসলামী শরী'আতের একটি মূলনীতি হলো, বিধিবিধান প্রণয়ন ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি উদারভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। এতে মানুষের ওপর এ ধরনের কোনো কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, যা তার সাধ্যের বাইরে অথবা যা তাকে কোনো সংকটের মধ্যে আপতিত করবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্যের বেশি দায়িত্ব চাপান না।" (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ২৮৬)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَك

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে (তোমাদের কাজকর্মকে) সহজ করে দিতে চান। তিনি কখনোই তোমাদের (কাজকর্মকে) কঠোর করে দিতে চান না।" (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ১৮৫)

কাজেই যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এবং মাটিতে বসে যথানিয়মে সিজদা করতেও কষ্ট হয়, সে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে। এর উত্তর হলো- উপর্যুক্ত মূলনীতি ইসলামী শরী'আতের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য যে, এরূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে কোনো বিধান প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ের প্রতি একান্ত লক্ষ্য রাখতে হয়। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন কোনো বিধান প্রতিপাদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট নাস্ (বক্তব্য) থাকতে পারবে না । সুতরাং দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তিরা কীভাবে নামাজ পড়বে- এ প্রসঙ্গে যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং তাঁর নিজের ও তাঁর পরবর্তী সাহাবী ও তাবিঈগণের ধারাবাহিক আমল রয়েছে, তাই এ ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সাধারণ মূলনীতির ভিত্তিতে নাস্ ও তা'আমুল-এর বিপরীত কোনো বিধান প্রতিপাদন করা যাবে না।

খ উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন কোনো বিধান প্রতিপাদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কষ্ট স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে হবে। যেমন- কোনো বিধান অনুযায়ী আমল করতে গেলে যদি কারো এতো বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়, যে কারণে তার শরীরের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবার কিংবা তার মৃত্যুবরণের অথবা সে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার বা তার রোগ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তবেই তা বিবেচ্য হবে। না হলে সেই কষ্ট বিবেচ্য হবে না। সুতরাং নামাজের সময় কিয়াম ও রুকূ-সিজদার ক্ষেত্রে মামুলি বা সাধারণ কষ্ট বিবেচ্য হবে না ।

গ. উপর্যুক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন কোনো বিধান প্রতিপাদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কষ্ট প্রদান শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্য হতে পারবে না। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে শরীয়তপ্রণেতার উদ্দেশ্য বান্দাকে কষ্টদান, সেসব ক্ষেত্রে তা বিবেচ্য হবে না। যেমন— ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এতে অব্যশই কষ্ট আছে, মৃত্যুর ঝুঁকিও আছে। কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনের সময় তা থেকে রুখসত পাওয়া যাবে না। উল্লেখ্য যে, নামাজ আদায়ও একটি কষ্টকর কাজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ

“আর এ নামাজ আদায়ও অবশ্যই একটি কঠিন কাজ; কিন্তু যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের কথা আলাদা।” (সূরাতুল বাকারা, আয়াত ৪৫)

সুতরাং নামাজের ক্ষেত্রে যেটুকু পরিমাণ কষ্টদান শরী'আতপ্রণেতার উদ্দেশ্য এবং সহনীয় তা বিবেচ্য নয় ।

মোটকথা, ইসলাম সহজ ও উদার; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, এতে কষ্টের কোনো কাজ নেই কিংবা কষ্ট হয় বলে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান ছেড়ে দিতে হবে। বরং কষ্ট করেও যারা দীনের বিধিবিধান পালন করেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর বেশি খুশি হন এবং তাদেরকে বড় পুরস্কারে ভূষিত করেন। উম্মুল মু'মিনীন ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنْ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكَ وَنَفَقَتِكَ

“তোমার কষ্ট ও ব্যয়ের মাত্রানুযায়ী তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে।”[৩৩]

দ্বিতীয় আপত্তিঃ বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কোনো কোনো সাহাবী ঘোড়া ও গাধার পিঠে আরোহনরত অবস্থায় ইশারায় নামাজ পড়েছিলেন।[৩৪] যেমন-

ক. জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর পিঠে বসে (নফল) নামাজ পড়তেন। এ সময় (চলন্ত) সওয়ারী যেদিকে ফিরতো, তিনিও সেদিকে ফিরে যেতেন। এরপর যখন তিনি ফরয আদায় করার ইরাদা করতেন, তখন সওয়ারী থেকে নেমে কিবলামুখী হয়ে যেতেন।"[৩৫]

খ. 'আমির ইবনু রাবী'আহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, সওয়ারীর পিঠে বসে সওয়ারী যে দিকে ফিরে তিনিও সেদিক অভিমুখী হয়ে মাথায় ইশারা করে (নফল) নামাজ পড়ছেন। তবে ফরয নামাজে তিনি এরূপ কিছু করতেন না।"[৩৬]

গ. হুছাইন (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كان عبد الله بن عمر يصلي التطوع على راحلته أينما توجهت به فإذا كانت الفريضة أو الوتر نزل فصلى

"সাইয়িদুনা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) নিজের সওয়ারীর পিঠে বসে নাফল নামাজ পড়তেন। এসময় চলন্ত সওয়ারী যেদিকে ফিরতো, তিনিও সেদিকে ফিরে যেতেন। তবে যখনই ফরজ বা বিতরের নামাজ (আদায়ের সময়) হতো, তখন তিনি যমীনে নেমে তা পড়তেন।"[৩৭]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলোর প্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়াও জায়িয। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘোড়া ও গাধার পিঠে আরোহনরত অবস্থায় ইশারায় নামাজ পড়ার ওপর ভিত্তি করে চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ পড়া জায়িয- এরূপ কথা বলা অমূলক। কারণ, উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা যায়,

ক. ঐ নামাজগুলো ছিল একান্তই নাফল-সুন্নাত; ফরজ-ওয়াজিব নয় ।

খ. ঐসময় তাঁরা ছিলেন সফররত অবস্থায়; নিজেদের এলাকায় বা শহরে বসবাসরত ছিলেন না ।

গ. তখন তাঁদের বাহনগুলো ছিল চলন্ত অবস্থায়; স্থির ও দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল না ।

ঘ. বাহনের পিঠে নামাজ আদায় করার সময় তাঁদের কিবলা স্থির থাকতো না। যখন যেদিকে বাহন চলতো, তখন সেদিকেই তাঁরা ফিরে যেতেন।

উল্লেখ্য যে, সফররত অবস্থায় নামাজের ক্ষেত্রে কিছু রুখসত রয়েছে। যেমন- চার রাক'আত নামাজের স্থলে দুই রাক'আত পড়া ও সুন্নত বাদ দেওয়া প্রভৃতি। তাদের জন্য এরূপ একটি রুখসত হলো- বাহনের পিঠে নাফল নামাজ পড়া। হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘোড়া ও গাধার পিঠে আরোহনরত অবস্থায় সাধারণত কখনো কোনো ফরজ-ওয়াজিব নামাজ আদায় করেননি। এগুলো আদায়ের সময় তাঁরা সওয়ারী থেকে যমীনে নেমে যথারীতি রুকূ-সিজদা আদায়সহ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ইমাম নববী (রাহ.) সওয়ারীর পিঠে ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে না মর্মে উম্মতের ইজমা রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন।[৩৮] বিশিষ্ট ফাকীহগণের মতে, নিজের শহরের বাইরে সওয়ারীর ওপর আরোহনরত অবস্থায় ইশারায় নফল-সুন্নাত নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।তবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এর মতে, ফজরের সুন্নাত নামাজও সওয়ারীর পিঠের ওপর পড়া উচিত নয়; বরং তা যমীনে নেমেই পড়তে হবে। কারণ, অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশি।[৩৯] এছাড়াও ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)-এর মতে, নিজের এলাকা বা শহরের অভ্যন্তরে হলে সওয়ারীর পিঠে নাফল-সুন্নাত নামাজ পড়াও জায়িয হবে না।[৪০] তবে সওয়ারীর পিঠে নামাজ পড়ার জন্য মুসাফির হতে হবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, যদি কেউ নিজের শহরের বাইরে সওয়ারীর

ওপর আরোহন করে নিজের কোনো কাজে যায়, সে সওয়ারীর পিঠে বসে নফল-সুন্নাত পড়তে পারবে, যদিও সে মুসাফির না হয় । অপর একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর পিঠে বসে ফরয নামাজ আদায় করেছিলেন। আমর ইবনু উছমান তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ أَوْ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنْ الرَّكُوعِ

"একবার তাঁরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলেন। তাঁরা (সফরের এক পর্যায়ে) এক সংকীর্ণ গিরিপথে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন নামাজের সময় হয়ে গেলো। এ অবস্থায় তাঁরা বৃষ্টিপাতের সম্মুখীন হলেন। উপরদিক থেকে আকাশের বারিপাত, আর তাঁদের নিচের দিকে হলো ভেজা মাটি। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীর পিঠে আরোহনরত অবস্থায় আযান ও ইকামত দিলেন (অথবা শুধুই ইকামত দিলেন)। তারপর তিনি সামনে এসে সওয়ারীর ওপর বসে তাঁদের নিয়ে নামাজ পড়লেন এবং ইশারায় এমনভাবে রুকূ- সিজদা আদায় করলেন যে, তিনি রুকূ'র তুলনায় সিজদার সময় বেশি ঝুঁকলেন।"[৪১]

এ হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ এ কথা বলতে চান যে, সওয়ারীর পিঠে বসে অবস্থাবিশেষে যেমন ইশারায় ফরজ নামাজ আদায় করা যায়, তেমনি চেয়ারে বসেও ইশারায় নামাজ আদায় করা যাবে। তাদের এ কথা যথার্থ নয় । কারণ, প্রথমত এ হাদীসটি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এটি 'আমর ইবনুর রাম্মাহ আল-বালখী (রাহ.)-এর একটি একক রিওয়ায়াত তদুপরি তিনি একজন মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবী। তিনি কেবল এ হাদীস দ্বারাই পরিচিতি লাভ করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে,

ক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ তখন সফরে ছিলেন;

খ. জায়গাটি ছিল সংকীর্ণ গিরিপথ;

গ. ঐসময় আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল;

ঘ. নিচের মাটিও ছিল ভেজা ও কর্দমাক্ত।

কাজেই বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অস্বাভাবিক বিরল পরিস্থিতিতে এ নামাজ সওয়ারীর ওপর ইশারা করে আদায় করেছিলেন। একজন মুসাফির যখন এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, নিচে সিজদা দেওয়ার মতো এবং দাঁড়ানোর মতো একটু শুষ্ক যমীনও খুঁজে পান না, তখন সওয়ারীর পিঠে ইশারায় ফরজ নামাজ আদায় করা ব্যতীত তাঁর জন্য অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় সওয়ারীর পিঠে বসে ফরজ নামাজ আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহ.) প্রমুখ বলেন, “যদি নিচে নেমে ফরজ নামাজ আদায় করার মতো সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া না যায়, তবেই সওয়ারীর ওপর বসে ফরজ নামাজ পড়া জায়িয।” সুতরাং এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ঘরে বা মসজিদে নিয়মিত চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করা যাবে-এমন কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও মনগড়া ।

উল্লেখ্য যে, শত্রুর পক্ষ থেকে প্রচণ্ড ভয়ের সময়ও অবস্থার প্রেক্ষিতে সওয়ারীর ওপর বসে ফরজ নামাজ আদায় করা যাবে। বিভিন্ন হাদীসে এর বিবরণ এসেছে। সাইয়িদুনা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা.) ‘সালাতুল খাওফ’-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رَكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

“... যদি ভয়ের মাত্রা এর চেয়েও প্রচণ্ড হয়, তবে তারা পায়ে হেঁটে নামাজ আদায় করবে অথবা সওয়ারীর ওপর বসে নামাজ পড়বে। এ অবস্থায় সম্ভব হলে কিবলামুখী হবে, নচেত অন্যমুখী হবে।”[৪২]

তাঁর অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً

“যদি ভয়ের মাত্রা এর চেয়েও প্রচণ্ড হয়, তবে তুমি সওয়ারীর ওপর বসে কিংবা যমীনে দাঁড়িয়ে ইশারায় নামাজ পড়ো।”[৪৩]

বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ বুরহানুদ্দীন আল-মুরগীনানী (রাহ.) বলেন,

فإن اشتد الخوف صلوا ركبانا فرادى يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا }

"যদি ভয় প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়, তবে তারা একাকী সওয়ারীর ওপর বসে নামাজ পড়বে। এ অবস্থায় ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করবে আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয়, তবে যে দিকে সম্ভব ফিরে নামাজ পড়বে।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী -"তোমরা যদি (নিয়মতান্ত্রিকভাবে জমিনে জামা'আতসহকারে নামাজ আদায় করতে গেলে শত্রুদের আক্রমণের) ভয় কর, তাহলে পায়ে হাঁটা অবস্থায় অথবা সওয়ারীর ওপর আরোহনরত অবস্থায় নামাজ আদায় কর।"[৪৪]

সাইয়িদ সাবিক (রাহ.) বলেন,

إذا اشتد الخوف والتحمت ،الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الاركان ما عجز عنه

"যখন ভয় প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায় এবং তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী নামাজ পড়বে: পায়ে হেঁটে হোক বা সওয়ারী অবস্থায় হোক, কিবলামুখী হোক বা অন্যমুখী হোক। সে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করবে; তবে সিজদার সময় রুকুর তুলনায় বেশি ঝুঁকবে। তার পক্ষে নামাজের যেসব বিধান আদায় সম্ভব নয়, তা তার জন্য মাফ হয়ে যাবে।"[৪৫]

অধুনা কোনো কোনো আলিম 'সালাতুল খাওফ'-এর উপর্যুক্ত অবস্থার ওপর কিয়াস করে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বৈধতা সাব্যস্ত করার প্রয়াস নিয়েছেন। আসলে এ কিয়াস সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধাবস্থায় শত্রুর ভয়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তি আর অসুস্থ ব্যক্তি, দু'জনেই সমস্যাগ্রস্ত। তবে তাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে মূল ও গুণগত কোনো সাদৃশ্য নেই। শত্রুর ভয়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিধানের মূল কারণ (ইল্লাত) হলো নিজের জান-মালের প্রচণ্ড আশঙ্কা, আর অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে কারণ হলো অসুস্থতা। তদুপরি কিয়াস শুদ্ধ হবার জন্য অন্যতম শর্ত হলো- শাখা (যাকে তুলনা করা হয়) সম্পর্কে শরী'আতে কোনো নাস্ (সুস্পষ্ট বিধান) না থাকা। উল্লেখ্য যে, শরী'আত নামাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা বিধান দিয়েছে। প্রত্যেককেই এ

বিধান মেনে চলতে হবে। এটিই তাদের প্রত্যেকের জন্য ইবাদতের একান্ত প্রযোজ্য নিয়ম। এ ক্ষেত্রে নিজের খেয়াল-খুশি মতো কোনো বিধান প্রণয়নের ইখতিয়ার কারো নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে শত্রুর ভয়ে সংকটাপন্ন ব্যক্তির সাথে অসুস্থ ব্যক্তিকে তুলনা করার কোনো সুযোগ নেই।

মুসল্লীর নানা অবস্থা ও চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার শর'ঈ বিধান

শরী'আতের বিধান হলো- কিয়াম, রুকু ও সিজদা প্রভৃতি নামাজের মূল উপাদান (রুকন)। কেউ যদি এ রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করে ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামাজ আদায় হবে না। এ সংক্রান্ত কতিপয় অবস্থা এবং এগুলোর শার'ঈ হুকুম নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক. কেউ যদি অসুস্থতা কিংবা ভীষণ ব্যথার কারণে- স্বাভাবিকভাবে হোক কিংবা কোনো কিছুতে (লাঠি বা দেয়াল বা খুঁটি) হেলান বা ভর দিয়ে হোক- কোনোভাবেই দাঁড়াতে সক্ষম না হয়; কিন্তু মাটিতে বসে যথানিয়মে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে রুকূ-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে।[৪৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

“দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি দাঁড়াতে না পারো তাহলে বসেই নামাজ পড়ো, আর যদি বসতেও না পারো, তবে যে কোনো এক পার্শ্বের ওপর শুয়ে নামাজ পড়ো।”[৪৭]

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে শেষোক্ত কথাটি এভাবেও এসেছে, وَإِلا فَمُضْطَجِعًا “যদি তুমি বসতেও না পারো, তাহলে শুয়েই নামাজ আদায় করো।”[৪৮]

কাজেই এরূপ অবস্থায় চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দেয়া ব্যতীত দাঁড়াতে না পারে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়ার চেয়ে কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াই উত্তম। কারণ, এ অবস্থা কিয়ামের কাছাকাছি পৌঁছে। কাজেই এ

জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য ‘কিয়াম’ ত্যাগ করা উচিত নয়।[৪৯] বিশিষ্ট ফাকীহ কাযী খান (রাহ.) বলেন,

وإن كان لا يقدر على القيام إلا متكنا لا يجزيه إلا ذلك

“যদি সে হেলান দেয়া ছাড়া দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তবে সে হেলান দিয়েই দাঁড়াবে। অন্যথায় তার নামাজ হবে না।”[৫০]

এ প্রসঙ্গে মাযহাব চতুষ্টয়ের মতামত উল্লেখ করতে গিয়ে বিশিষ্ট ফাকীহ আবদুর রাহমান আল-জাযীরী (রাহ.) লিখেন,

وإذا عجز عن القيام استقلالا ولكنه يقدر عليه مستندا على حائط أوعصا أو نحو ذلك تعين عليه القيام مستندا ولا يجوز له الجلوس باتفاق الحنفية والحنابلة...

المالكية قالوا : من قدر على القيام مستندا لا يتعين عليه القيام وله أن يجلس إذا أمكنه الجلوس من غير استناد إلى شيء أما إذا لم يمكنه الجلوس استقلالا فيتعين عليه القيام مستندا

..الشافعية قالوا : إذا قدر على القيام مستندا إلى شخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاج إلى المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط أما إذا كان يحتاج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام ويصلي من قعود وإذا قدر على القيام مستندا إلى عصا ونحوها كحائط فيجب عليه القيام ولو احتاج إلى الاستناد في القيام كله.

‘কেউ যদি নিজের শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়াতে অক্ষম হয়; তবে কোনো দেয়াল বা লাঠি অথবা অন্য কিছুর ওপর হেলান বা ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তাকে হেলান বা ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নামাজ পড়তে হবে; এ অবস্থা তার জন্য নির্ধারিত। বসে নামাজ পড়া তার জন্য জায়িয হবে না। এ ব্যাপারে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ সকলেই একমত।...

তবে মালিকীগণের মতে, যে ব্যক্তি কোনো কিছুর ওপর ভর বা হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক নয়। যদি সে কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দেয়া ছাড়াই বসতে পারে, তবে সে বসেও নামাজ পড়তে পারবে। কিন্তু যদি সে কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দেয়া ছাড়া নিজে নিজে বসতে না পারে, তবে সে কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নামাজ পড়বে এবং এভাবে নামাজ পড়া তার জন্য নির্ধারিত।...

শাফি'য়ীদের মতে, প্রত্যেক রাক'আতের কেবল শুরুতেই দাঁড়ানোর জন্য কোনো ব্যক্তির ওপর ভর বা হেলান দিলে সে যদি দাঁড়াতে পারে, তাহলে তাকে একান্তই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হবে। কিন্তু দাঁড়ানোর পুরো সময়টা যদি তার অন্য ব্যক্তির ওপর ভর বা হেলান দেয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ওয়াজিব হবে না; বরং সে এ অবস্থায় বসে নামাজ পড়তে পারবে। আর সে যদি লাঠি বা এ জাতীয় কোনো বস্তু যেমন- দেয়ালের ওপর ভর বা হেলান দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ওয়াজিব হবে, যদিও তাকে দাঁড়ানোর পুরো সময়টা হেলান বা ভর দিতে হয়।'[৫১]

খ. কেউ যদি কোনোভাবেই দাঁড়াতে সক্ষম না হয় এবং যথানিয়মে রুকূ-সিজদা করতেও অক্ষম হয়, তাহলে সে মাটিতে- যেভাবে পারে- বসেই নামাজ পড়বে এবং ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করবে। যদি সে পারে তাশাহ্হুদের বৈঠকের মতো পা গুটিয়ে বসবে, তা না পারলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই বসবে। যদি এ অবস্থায় কোনো কিছুতেই ভর বা হেলান দিতে হয়, তাও করতে পারবে। বিশিষ্ট ফাকীহ আবদুর রাহমান আল-জাযীরী (রাহ.) বলেন,

فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستندا تعين عليه الاستناد

"যদি সে কোনো কিছুতে হেলান বা ভর দেয়া ছাড়া বসতে না পারে, তবে সে হেলান বা ভর দিয়ে বসেই নামাজ পড়বে। এটি তাঁর জন্য নির্ধারিত বিধান।"[৫২]

আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহতে বলা হয়েছে,

وإذا لم يَقْدِرْ على الْقُعُودِ مُسْتَوِيًا وَقَدَرَ مُتَّكِئًا أو مُسْتَنِدًا إلَى حَائِطٍ أو إنْسَانٍ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَّكِئًا أو مُسْتَنِدًا

"যদি সে সোজা হয়ে বসতে সক্ষম না হয়, কিন্তু কোনো দেয়াল বা মানুষের ওপর ভর বা হেলান দিয়ে বসতে পারে, তবে তার ওপর ওয়াজিব হলো, কোনো কিছুর ওপর হেলান বা ভর দিয়েই নামাজ পড়া।"[৫৩]

উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় সিজদার জন্য উঁচু কোনো কিছু (যেমন- বালিশ কিংবা টেবিল ইত্যাদি) চেহারার সামনে রাখবে না। সাইয়িদুনা জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অসুস্থ সাহাবীকে বালিশের ওপর

(সিজদা দিয়ে) নামাজ পড়তে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে বালিশটি ফেলে দিতে নির্দেশ দেন এবং বললেন,

صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

"যদি সম্ভব হয় মাটির ওপর (সিজদা দিয়ে) নামাজ পড়ো। অন্যথায় ইশারা করে (রুকূ-সিজদা) আদায় করো। তবে (এ অবস্থায়) তোমার সিজদা যেন তোমার রুকূর চেয়ে অধিক নিম্নগামী হয়।"[৫৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায়,

এক. চেহারার সামনে উঁচু কোনো কিছু রেখে তার ওপর সিজদা করা সমীচীন নয়; মাকরূহ। 'উরওয়া (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الْمَرِيضُ يُومِئُ ، وَلاَ يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا

"অসুস্থ ব্যক্তি ইশারা করবে; চেহারার দিকে কোনো কিছু উত্তোলন করবে না।"[৫৫]

দুই. দাঁড়াতে সক্ষম- এমন ব্যক্তি যদি মাটিতে হোক বা চেয়ারে হোক; বসে নামাজ পড়ে, তাহলে তার নামাজই শুদ্ধ হবে না। তবে যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে মাটিতে বসেই নামাজ আদায় করতে হবে। ইমাম নববী (রাহ.) বলেন,

وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به

"ফরয নামাজের ক্ষেত্রে দাঁড়াতে সক্ষম-এরূপ ব্যক্তি যদি বসে নামাজ পড়ে, তাহলে তার নামাজই শুদ্ধ হবে না। সে এ নামাজের কোনো ছাওয়াব তো পাবেই না; উপরন্তু সে গুনাহগার হবে।"[৫৬]

গ. যদি কোনো অসুস্থ বা মা'যূর ব্যক্তি দাঁড়াতে খুব বেশি সমস্যা বা কষ্ট অনুভব না করে অথবা এ অবস্থায় তার রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং যথানিয়মে রুকূ-সিজদা আদায় করতে পারে, তাহলে সে সাধ্যানুসারে যতটুকু সম্ভব দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে এবং রুকূ-সিজদা যথানিয়মে আদায় করবে, যদি সামর্থ্য থাকে। এরূপ অবস্থায়ও চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না।

ঘ. যদি কেউ দাঁড়াতে পারে; তবে এতে তার কষ্ট হয় কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং যথানিয়মে সিজদা করতে পারে, তাহলে সে বসেই নামাজ পড়বে। তবে শর্ত হলো- এরূপ ব্যক্তি শুরুতে ছোট্ট এক আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় দাঁড়াবে এবং ‘তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর নিচে বসে নামাজ আদায় করবে এবং এ অবস্থায় রুকূ করবে, অতঃপর যথানিয়মে সিজদা করবে। এরূপ ব্যক্তি যদি না দাঁড়িয়ে বসেই তাকবীরে তাহরীম’ বলে, তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রাহ.) বলেন,

يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف

“এরূপ ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীম পুরোটাই বলতে হবে। যদি সে এর কোনো অক্ষরও দাঁড়ানো ব্যতীত বসা অবস্থায় বলে, তাহলে তার ফরয নামাজ আদায়ই হবে না। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।”[৫৭]

ইবনু ‘আবিদীন (রাহ.) বলেন,

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْقِيَامِ (وَلَوْ مُتَّكِئًا عَلَى عَصًا أَوْ حَائِطٍ (قَامَ) لُزُومًا بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ وَلَوْ قَدْرَ آيَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْبَعْضَ مُعْتَبَر بالكل

“(যদি কেউ কিছুটা দাঁড়াতে পারে) লাঠি কিংবা দেয়ালের ওপর ভর করে হলেও, (তাহলে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে) কারণ, যা সামর্থ্য আছে সেই পরিমাণ দাঁড়ানো আবশ্যক। চাই সেটি এক আয়াত কিংবা তাকবীরে তাহরীম পরিমাণ হোক। এটিই মাযহাবে গ্রহণযোগ্য অভিমত। কারণ, এ ক্ষেত্রে অংশবিশেষও পূর্ণ কাজরূপে বিবেচিত হবে।”[৫৮]

কাজেই এরূপ অবস্থায় যদি চেয়ারে বসে তাকবীরে তাহরীম বলে এবং ইশারা করে রুকূ-সিজদা করে, তাহলে তার নামাজ আদায় হবে না। বিশিষ্ট ফাকীহ কাযী খান (রাহ.) বলেন,

حتى لو قدر على أن يكبر ،قائما ولا يقدر أكثر من ذلك يكبر قائما ثم يقعد، فإن لم يقم خفت أن لا تجزيه صلاته

“যদি সে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীম বলতে সক্ষম; কিন্তু এর চেয়ে বেশি বলতে সক্ষম না হয়, তবে সে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীম বলবে, অতঃপর বসে যাবে। কিন্তু সে যদি না দাঁড়ায়, তাহলে আমার আশঙ্কা হয় যে, তার নামাজই হবে না।”[৫৯]

ফাকীহদের মতে, অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে গেলে কিরা'আত পড়তে পারে না, তাহলে সে বসে কিরাআতসহ নামাজ আদায় করবে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে মোটেই কিরাআত পড়তে পারে না তার জন্য এ বিধান। পক্ষান্তরে যে লোক দাঁড়িয়ে কিছু কিরা'আত পড়তে পারে, তার জন্য দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানো অবস্থায় যতটুকু পড়তে পারে ততটুকু পড়া বাধ্যতামূলক। বাকীটুকু বসে পড়বে।[৬০]

ঙ. যদি কোনো অসুস্থ বা মা‘যূর ব্যক্তি দাঁড়াতেও পারে এবং বসতেও পারে; তবে যথানিয়মে রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম নয়, তাহলে সে দাঁড়ানো অবস্থায় ইশারায় রুকূ' আদায় করবে এবং নিচে বসে ইশারায় সিজদা করবে।[৬১] কাজেই এরূপ অবস্থায়ও চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না ।

চ. কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম; কিন্তু যথানিয়মে রুকূ করতে সক্ষম নয়, তাহলে এ ব্যক্তির জন্য বসে নামাজ পড়া জায়িয হবে না। সে দাঁড়িয়েই নামাজ পড়বে এবং এ অবস্থায় ইশারায় রুকূ করবে, অতঃপর সে যথানিয়মে মাটির ওপর সিজদা করবে, যদি সক্ষম হয়। বিশিষ্ট ফকীহ যাহিদী (রাহ.) বলেন,

أَنَّهُ يُومِنُ قَائم وَلِلسُّجُودِ جَالِسًا

“সে দাঁড়িয়ে ইশারায় রুকূ করবে এবং বসেই ইশারায় সিজদা করবে ।”[৬২]

বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু কুদামা (রাহ.) বলেন,

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام . ويصلي قائماً فيومئ بالركوع

“যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু যথানিয়মে রুকূ বা সিজদা করতে সক্ষম নয়, এরূপ ব্যক্তি দাঁড়ানোর অপরিহার্য বিধান থেকে রেহাই পাবে না। সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে এবং ইশারায় রুকূ আদায় করবে।”[৬৩]

কাজেই এরূপ অবস্থায়ও চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না ।

ছ. কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু যথানিয়মে সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তার জন্যও বসে নামাজ পড়া জায়িয হবে না। এরূপ অবস্থায় 'কিয়াম' এবং যথানিয়মে রুকূ করার ফরযিয়্যাত রহিত হবে না। সে দাঁড়িয়ে যথানিয়মে করার পর বসে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। ইবনু 'আবিদীন (রাহ.) বলেন,

أَوْمَأَ قَاعِدًا (وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الإِيمَاءِ قَائِمًا لِقُرْبِهِ مِنْ الْأَرْضِ ... (وَلَايَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ) فَإِنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرِيمًا

"(সে বসেই ইশারায় সিজদা করবে।) এ অবস্থা দাঁড়িয়ে ইশারায় সিজদা আর করার চেয়ে শ্রেয়। কারণ, এ অবস্থায় সে মাটির কাছে চলে যায়। ... (আর সিজদার উদ্দেশ্যে সে নিজের চেহারার দিকে কোনো কিছু উত্তোলন করবে না) কারণ, এরূপ করা মাকরূহ তাহরীমী।"[৬৪]

ফাকীহ ইবনু কুদামা (রাহ.) বলেন,

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ... ثم يجلس فيومئ بالسجود

"যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু যথানিয়মে রুকূ বা সিজদা করতে সক্ষম নয়, এরূপ ব্যক্তি দাঁড়ানোর অপরিহার্য বিধান থেকে রেহাই পাবে না। ... অত:পর সে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করবে।"[৬৫]

এরূপ অবস্থায়ও চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকূ-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না।

জ. যে ব্যক্তি একান্তই দাঁড়াতে সক্ষম নয় এবং মাটিতে বসে যথানিয়মে সিজদা করতেও ভীষণ কষ্ট হয়; চেয়ারে বা নিচে বসে ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা করা ব্যতীত তার উপায় নেই, এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান হলো, যথাসম্ভব মাটিতে বসেই ইশারা করে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করবে। আধুনিক ফকীহদের কারো কারো মতে, যথানিয়মে রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম ব্যক্তিরা নিচে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করতে সক্ষম হওয়ার পরও যদি চেয়ারে বসে নামাজে আদায় করে থাকে, তাহলে তা জায়িয হবে।[৬৬] তবে তা অবশ্যই

উত্তম পদ্ধতি নয়। অনেক ফকীহই মনে করেন, এ পদ্ধতিও 'কারাহত' থেকে মুক্ত নয়। কাজেই উত্তম হলো, উপর্যুক্ত অবস্থায়ও সে মাটিতে বসেই ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। কারণ, প্রথমত তাঁদের উপর্যুক্ত মত তাঁদের একান্তই নিজস্ব চিন্তা ও গবেষণাপ্রসূত। এ মতের পক্ষে কুর'আন ও হাদীসে জোরালো ও সুস্পষ্ট কোনো দলীল নেই; বরং জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম (রা.) সকলেই অসুস্থতা ও ব্যথা-বেদনার সময় যদি একান্তই দাঁড়াতে না পারতেন, তাহলে মাটিতে বসেই নামাজ আদায় করতেন। আর পরবর্তীকালেও যুগের পর যুগ উম্মতের মধ্যে এ নিয়মই অনুসৃত হয়ে এসেছে। দু/তিন দশক বছর পূর্বেও চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার প্রচলন কোথাও দেখা যায়নি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইবাদতের মধ্যে, বিশেষ করে নামাজের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি শিক্ষা ও নির্দেশনার বাইরে নতুন কোনো নিয়ম প্রবর্তন করা বা কোনো বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা কাম্য নয় । দ্বিতীয়ত, চেয়ারে বসে নামাজ পড়া অবস্থায় নামাজের অনেক আহকামই সুন্নাত অনুসারে আদায় করা সম্ভব নয়। যেমন- কা'দাহ (১ম বৈঠক ও শেষ বৈঠক) এর সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হলো- এক. নিতম্ব জমিনের সাথে লেগে থাকা, দুই. দুই পা মিলানো বা গুটানো থাকা, তিন. দেহের নিচের অংশ (উরু থেকে পায়ের পাতা) জমিনের ওপর স্থির থাকা ও চার. দেহের ওপরের অংশ (কোমর থেকে মাথা) সোজা খাড়া থাকা।[৬৭] উল্লেখ্য, চেয়ারে বসে নামাজ পড়াকালে এভাবে কা'দা আদায় করা সম্ভব নয়। তদুপরি চেয়ারে বসে দুই পা ঝুলিয়ে নামাজ আদায় করা হয়। এভাবে বসে নামাজ আদায় করাও সমীচীন নয়। বিশিষ্ট ফাকীহ আবূ বাকর আল-হাদ্দাদ [মৃ. ৮০০ হি.] (রাহ.) বলেন,

وَلَوْ صَلَّى عَلَى الدُّكَّانِ وَأَدْلَى رِجْلَيْهِ عَنْ الدُّكَّانِ عِنْدَ السُّجُودِ لَا يَجُوزُ وَكَذَا عَلَى السَّرِيرِ إِذَا أَدْلَى رِجْلَيْهِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ

"যদি কেউ (চেয়ার, টুল ইত্যাকার) উঁচু বস্তুর ওপর বসে নামাজ পড়ে আর সিজদার সময় দুপা ঝুলিয়ে দেয়, তবে তা জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে কেউ খাটে বসে নামাজ পড়লেও জায়িয হবে না, যদি সে পা'দুটি ঝুলিয়ে রাখে।"[৬৮]

তৃতীয়ত, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নিচে বসার মধ্যে অধিক বিনয় প্রকাশ পায় এবং এ বৈঠক সিজদার নিকটবর্তী অবস্থান। চতুর্থত, যে ব্যক্তি নিচে বসতে সক্ষম, তার জন্য চেয়ারে বসে নমায পড়ার চেয়ে নিচে বসে নামাজ পড়াই স্বাস্থ্যের জন্যও অধিক উপকারী।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীদের বেশ কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে, মাঝে-মধ্যে নিচে বসার ফলে পা, গোড়ালি ও হাঁটুর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সেইসাথে শিরদাঁড়া, পেশি, কাঁধ ও বুকের ফ্লেক্সিবিলিটিও বাড়ে। উল্লেখ্য যে, আজকাল বেশিরভাগ মানুষই ঘরে-বাইরে সব জায়গায় -অফিসে বলুন, ঘরে পড়ালেখার সময় বলুন বা খাওয়ার সময় বলুন অথবা আড্ডার সময় বলুন- প্রায়ই চেয়ার বা সোফায় ইত্যাদিতে বসে সময় অতিবাহিত করে। বলতে গেলে তাদের অনেকেরই নিচে মাটিতে বসার সুযোগই হয় না। ফলে একদিকে তারা দেহের সুস্থতার জন্য কখনো কখনো নিচে মাটিতে বসার যে প্রয়োজন রয়েছে- সেই কথাই ভুলে যাচ্ছে, অপরদিকে একপর্যায়ে তাদের পা, হাঁটু ও কোমর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও ব্যথা-বেদনা ছড়িয়ে পড়ছে।

ঝ. কেউ যদি একান্তই দাঁড়াতেও সক্ষম নয় এবং নিচে বসতেও সক্ষম না হয় কিংবা এতে তার ভীষণ কষ্ট হয় বা অসুখ বেড়ে যেতে পারে, তাহলেই এরূপ ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিচে বসে নামাজ আদায় করতে সক্ষম, তাহলে তার জন্য শুধু এ বাহানায় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে না যে, সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে বা যথানিয়মে রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম। বরং এ ধরনের লোকেরা নিচে বসে নামাজ আদায় করবে। চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে পারেন কেবল ঐসব লোক, যারা নিচে বসে নামাজ আদায় করতে পুরোপুরি অক্ষম ।

মোটকথা, যথাসম্ভব নামাজে চেয়ারের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা চাই। এর ব্যবহার কেবল সেসব ব্যক্তির জন্য অনুমোদিত হতে পারে, যারা নিচে বসে নামাজ আদায় করতে মোটেই সক্ষম নয় । মুফতী তাকী ‘উছমানী বলেন,

... اس لئے اشارہ سے نماز پڑھنے کیلئے بھی حتی الامکان کرسیوں کے استعمال سے بچنا چاہے ، اور ان کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنی چاہئے ، اور ان کا استعمال صرف ان حضرات کی حد تك محدود کرنا چاهئے جو زمین بر بیٹھ کر نماز ادا کر نے پر قادر نہ هود.

“... এ কারণে ইশারায় নামাজ পড়ার ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য চেয়ারের ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং চেয়ার ব্যবহারের দুঃসাহস চূর্ণ করে দিতে হবে। আর চেয়ার ব্যবহারের

অনুমতি কেবল ঐসব লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, যারা যমীনে বসে নামাজ আদায় করতে সক্ষম নয়।”[৬৯]

নিচে বসে নফল নামাজ আদায়

উপর্যুক্ত বিধানসমূহ কেবল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে। নফল নামাজগুলোর ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ নফল নামাজগুলো কোনোরূপ ওজর ছাড়াই নিচে বসেও আদায় করার সুযোগ রয়েছে। তবে তা অবশ্যই উত্তম পদ্ধতি নয় এবং এ অবস্থায় ছাওয়াব হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে নেমে আসবে।[৭০] সাইয়িদুনা ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বসা অবস্থায় নামাজ আদায়ের ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন,

إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد

“যদি তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় নামাজ পড়ো, তা-ই অধিকতর উত্তম। যদি কেউ বসে নামাজ পড়ে, সে দাঁড়ানো ব্যক্তির তুলনায় অর্ধেক ছাওয়াব পাবে। আর যে শুয়ে নামাজ পড়বে, সে বসে নামাজ আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক ছাওয়াব পাবে।”[৭০]

হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার ইবনু বাত্তাল (রাহ.) বলেন, এ হাদীসের বক্তব্য কেবল নফল নামাজের জন্য প্রযোজ্য।[৭১]

তবে কোনো ব্যক্তি যদি দাড়াতে সক্ষম না হয় এবং এ কারণে বসেই নামাজ পড়ে, তাহলে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতোই পূর্ণ ছাওয়াব পাবে। ইমাম নববী (রাহ.) বলেন,

وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائماً

“যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হবার কারণে বসেই নফল নামাজ পড়ে, তাহলে তার ছাওয়াব হ্রাস হবে না; বরং সে দাঁড়ানো ব্যক্তির মতো ছাওয়াব পাবে।”[৭২]

অক্ষম ব্যক্তির তাশাহুদে বসার পদ্ধতি, মাটিতে বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়া অবস্থায় সিজদার ধরণ এবং শুয়ে নামাজ পড়ার পদ্ধতি

অক্ষম ব্যক্তির তাশাহুদে বসার পদ্ধতি

তাশাহহুদের বৈঠকের মাসনূন পদ্ধতি হলো: বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার ওপর নিতম্ব রেখে বসবে এবং ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে পায়ের পাতা খাড়া করে রাখবে। আর ডান হাতের পাতা ডান উরুর ওপর এবং বাম হাতের পাতা বাম উরুর ওপর হাঁটু পর্যন্ত বিছিয়ে রাখবে। হাঁটুর গিরা ধরবে না; বরং উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য ফাঁক রেখে কিবলামুখী করে হাঁটু বরাবর রেখে দেবে। হানাফীগণের মতে, কেবল পুরুষদের জন্য এ বৈঠক প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য বসার পদ্ধতি হলো- তারা কোনো পায়ের পাতা খাড়া না রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে বাম নিতম্বর ওপর বসবে, আর এক উরু অপর উরুর সাথে মিলিয়ে ফেলবে এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার ওপর রাখবে।

কেউ যদি মাসনূন পদ্ধতিতে বসতে না পারে তাহলে এভাবেও তাশাহুদের সময় বসতে পারে-

ক. বাম পায়ের পাতা সামনে এগিয়ে নিতম্বর ওপর বিছানায় বসে ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে বসা যেতে পারে;

খ বাম পায়ের পাতা বাম দিকে বিছিয়ে ডান পায়ের পাতা খাড়া করে নিতম্বর ওপর বসা যেতে পারে;

গ. ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে ডান পায়ের উরু ও জানুর মাঝে বাম পায়ের পাতা রেখে নিতম্বর ওপর বসা যেতে পারে;

ঘ. দুই পা ডান দিকে বের করে নিতম্বর ওপর বসা যেতে পারে; বাম পায়ের পাতা ডান রান ও জানুর নিচে রেখে ডান পায়ের পাতা বিছিয়ে রেখে নিতম্বর ওপর বসা যেতে পারে;

ঙ. দু পায়ের পাতা দুদিকে বিছিয়ে দুপায়ের গোড়ালির মাঝে বসা যেতে পারে;

চ. পদ্মাসন পেতেও বসা (التربع) যেতে পারে।

ছ. দুই পা কোনোভাবে বিছানো সম্ভব না হলে দুই হাঁটু খাড়া করে দুই নিতম্বর ওপর বসা যেতে পারে;

জ. অথবা সিজদায় গেলে যেভাবে দু পায়ের পাতা খাড়া থাকে এবং জানু জমিন থেকে উপরে থাকে, সেই অবস্থায় দুপায়ের গোড়ালির ওপর নিতম্ব রেখে বসা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত দুভাবে বসাকে আরবীতে اقعاء বলা হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে বসা মাকরূহ; তবে মা'যূর অবস্থায় অনুমতি রয়েছে।

ঝ. যদি উপর্যুক্ত কোনো নিয়মেই কেউ বসতে না পারে, তবে সে দু'পা সামনের দিকে প্রসারিত করে বসবে।

ঞ. যদি সে নিজের শক্তিতে এভাবে নিচে বসতে না পারে, কিন্তু কোনো কিছু হেলান দিয়ে বসতে পারে, তাহলে সে হেলান দিয়ে কিবলার দিকে দু পা প্রসারিত করে বসবে।

মাটিতে বা চেয়ারে নামজ পড়া অবস্থায় সিজদার ধরণঃ

যারা মাটিতে বসে নামাজ পড়ে; কিন্তু যথারীতি সিজদা করতে সক্ষম নয়, অনুরূপরভাবে যারা একান্ত প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ ও মুফতীর ফাতওয়া অনুযায়ী চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে, তারা সাধারণত ইশারা করেই সিজদা করবে। তবে তারা সামনে কোনো উঁচু বস্তুর ওপর সিজদা করতে পারবে কিনা? এ বিষয়ে দু'ধরনের রিওয়ায়াতই পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে বর্ণিত সাইয়িদুনা জাবির (রা.)-এর বর্ণিত মারফূ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চেহারার সামনে উঁচু কোনে কিছু রেখে তার ওপর সিজদা করা সমীচীন নয়; মাকরূহ। পক্ষান্তরে এ ধরনের কয়েকটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় যে, সামনে কোনো উঁচু বস্তুর ওপর সিজদা করতেও কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- আল্‌হাসান আলবাসরী (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা (রা.) চোখের ব্যথায় আক্রান্ত হলে তাঁর (নামাজের) জন্য একটি চামড়ার বালিশ প্রস্তুত করে আনা হলো। এর ওপর তিনি সিজদা করলেন।[৭৩] সালাফে সালিহীনের মধ্যে আরো কেউ কেউ অসুস্থতার সময় যথারীতি সিজদা করতে অক্ষম হলে সামনে বালিশ রেখে এর ওপর

সিজদা করতেন বলে জানা যায়।[৭৪] বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইবনু ‘আবিদীন (রাহ.) উভয় ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন,

وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ تَكْرِيمًا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ

“নামাজ আদায় কালে কোনো বস্তু উঠিয়ে তার ওপর সিজদা করা মাকরূহ। কিন্তু যদি মাটিতে আগে থেকে কোনো বস্তু স্থাপিত থাকে এবং নামাজ আদায়কারী এর ওপর সিজদা করে, তবে তা মাকরূহ হবে না।”[৭৫]

মোটকথা, পূর্বে স্থাপিত কোনো উঁচু বস্তুর ওপর সিজদা করতেও অসুবিধা নেই এবং সিজদার জন্য কোনো বস্তু রাখা ব্যতীত ইশারা করে সিজদা করতেও কোনো অসুবিধা নেই। কাজেই চেয়ারের সামনে কাঠসংযুক্ত অংশে কিংবা পূর্বে থেকে স্থাপিত টেবিলে সিজদা করতে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ সিজদাও ইশারায় সিজদারূপে গণ্য হবে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উঁচু বস্তু রেখে সিজদা করতে প্রকাশ্যে বারণ করেছেন, তাছাড়া সালাফে সালিহীনের মধ্যে কেউ এভাবে সিজদা করতে অপছন্দ করেছেন, আবার কেউ কেউ নিষেধও করেছেন[৭৬], তাই এভাবে সিজদা করা অবশ্যই উত্তম পদ্ধতি নয়। কেউ কেউ এরূপ কাজকে দীনের মধ্যে অযথা বাড়াবাড়ি (تنطع) ও কঠোরতা অবলম্বন (تشدد) বলেও আখ্যায়িত করেছেন।[৭৭] মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রাহ.) বলেন, “সিজদা করার জন্য বালিশ বা কিছু উঁচু বস্তু রেখে দেওয়া এবং এর ওপর সিজদা করা উত্তম নয়। যখন কেউ সিজদা করতে অক্ষম হবে, তখন সে ইশারা করেই নামাজ আদায় করবে। বালিশ বা উঁচু কিছুর ওপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই।”[৭৮]

উল্লেখ্য যে, মাটিতে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে যদি সে পারে, তাহলে সিজদার সময় তার হাত দুটি মাটিতে রাখবে। তা যদি না পারে, তাহলে হাত দু'টি তার হাঁটুদ্বয়ের ওপর রাখবে। অনুরূপভাবে চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে সিজদার সময় তার হাত তার হাঁটুদ্বয়ের ওপর রাখবে। বিশিষ্ট ফকীহ ইবনু বায (রাহ.) বলেন, “সিজদা অবস্থায় ওয়াজিব হলো, হাত দু'টি মাটির ওপর রাখা, যদি সে পারে। আর যদি তা না পারে, তাহলে অন্তত হাত দু'টি তার হাঁটুদ্বয়ের ওপর রাখবে।[৭৯] কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"আমি সাতটি হাড়ের ওপর ভর করে সিজদা আদায় করতে আদিষ্ট হয়েছি। এ হাড়গুলো হলো: কপাল, -এটা বলে তিনি হাত দিয়ে তাঁর নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন- দু'হাত, দু'পা (অর্থাৎ দু'হাঁটু) ও দু'পায়ের মাথাগুলো।"[৮০]

দেখা যায় যে, কেউ কেউ মাটিতে বসে কিংবা চেয়ারে ইশারা করে নামাজ পড়ার সময় রুকূতে হাত হাঁটুর ওপর রাখে এবং সিজদার সময় হাত শূন্যে আলগে ধরে ইশারা করে। এরূপ করার কোনো বিধান নেই। বরং এরূপ অবস্থায় রুকূ ও সিজদা উভয় ক্ষেত্রে হাতদুটি হাঁটুদ্বয়ের ওপর রাখবে। আরো দেখা যায় যে, কেউ কেউ মাটিতে বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা করার ক্ষেত্রে নিতম্ব মাটি থেকে ওঠিয়ে থাকে। এরূপ করারও কোনো প্রয়োজন নেই । বরং কপাল হাঁটু বরাবর হলেই যথেষ্ট । অর্থাৎ বসা অবস্থায় রুকূ করার সময় কেবল কপালকে হাঁটু বরাবর করবে। এর চেয়ে বেশি ঝোঁকার প্রয়োজন নেই এবং নিতম্ব ওঠানোর প্রয়োজনও নেই।[৮১]

শুয়ে নামাজ পড়ার পদ্ধতিঃ

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে- যে ব্যক্তি নিচে বসে নামাজ পড়তে পারে না, সে ডান কাত হয়ে শুয়ে নামাজ পড়বে। আর যদি তাও না পারে, তাহলে সে বাম কাত হয়ে শুয়ে নামাজ পড়বে। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে দাফনের সময় যেভাবে চেহারাকে কিবলামুখী করা হয়, তেমনি সেও তার চেহারাকে কিবলামুখী করে রাখবে। আর যদি তাও না পারে, তাহলে সে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়বে এবং এ অবস্থায় মাথা পূর্ব দিকে এবং পা দুটি কিবলামুখী করে রাখবে, আর মাথা দ্বারা বুকের দিকে ইশারা করে রুকূ-সিজদা আদায় করবে। এ সময় সিজদার ক্ষেত্রে রুকূ'র চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকার চেষ্টা করবে।[৮২] হানাফীদের মতে, এরূপ ব্যক্তির জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো, সে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়বে, এ অবস্থায় পা দুটি কিবলা অভিমুখী করে রাখবে, হাঁটু দুটি খাড়া করে রাখবে আর মাথা সামান্য উঁচু করে রাখবে, যাতে চেহারা কিবলামুখী হয়। তবে সে ডান বা বাম কাত হয়ে শুয়েও নামাজ পড়তে পারে।[৮৩] আবুল হাইছাম (রাহ.) বলেন, "একবার আমি ইবরাহীম

আন-নাখ‘ঈ (রাহ.)-এর অসুস্থতার সময় তাঁর কাছে প্রবেশ করি। এ সময় আমি তাঁকে দেখতে পাই, তিনি ডান কাত হয়ে শুয়ে ইশারায় নামাজ আদায় করছেন।[৮৪]

ওজর বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কে সক্ষম, আর কে অক্ষম; কে মা'যূর বা কতটুকু মা'যূর- সে বিষয়টি নির্ধারণ করা। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, হাঁটু, কোমর বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলেই ডাক্তার বলে দেন, আপনি নামাজি ব্যক্তি হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন। বেশি ওঠাবসা করলে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। বেচারা অসুস্থ ব্যক্তি আর করবেও বা কী? এসব কারণে সামান্য ব্যথা হলেই সাম্প্রতিক সময়ে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার প্রবণতা ক্রমে বেড়েই চলেছে। এর ফলে প্রায় মসজিদে প্রতিদিন নতুন নতুন চেয়ার সংযুক্ত হচ্ছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, নামাজের ক্ষেত্রে সামান্য ব্যথা-বেদনা অবশ্যই ওজররূপে বিবেচ্য নয়।[৮৫] ফাতাওয়া তাতারখানিয়াহ্‌তে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি অসহনীয় ও অস্বাভাবিক ব্যথা না হয়; বরং সামান্য ব্যথা অনুভব হয়, তবে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে না।[৮৬]
ইমাম নববী (রাহ.) বলেন,

ولا يكفي أدنى مشقَّة بل المعتبر المشقة الظاهرة

“সামান্য কষ্ট বিবেচনার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং বিবেচ্য হলো সুস্পষ্ট কষ্ট।”[৮৭]

আল্লামা শাওকানী (রাহ.) বলেন,

والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرد التألم

“শাফি‘য়ীদের মতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হলো কষ্ট কিংবা রোগ বেড়ে যাওয়ার অথবা ধ্বংসের আশঙ্কা; নিছক ব্যথা-বেদনা এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয় ।”[৮৮]

উল্লেখ্য, বয়োবৃদ্ধ এবং প্রকাশ্য জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের ওজর ও অক্ষমতা সম্পর্কে অনেকটা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যদি এ সংক্রান্ত উপর্যুক্ত বিধানসমূহ তাদের জানা থাকে। তবে এমন বিজ্ঞ ব্যক্তি খুব কমই রয়েছেন। তাই উত্তম ব্যবস্থা হলো,

নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে মাস'য়ালা জেনে নেয়া। আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ; কিন্তু বিশেষ রোগের কারণে বিশ্বস্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদেরকে রুকু-সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও মা'যূরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের জন্যও উচিত হবে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিজ্ঞ মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া এবং এই সংক্রান্ত সঠিক মাস'আলা জেনে নেয়া।

এ ক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো, অনেক সময় ডাক্তারদের কথার মধ্যেও বৈপরীত্য দেখা যায়। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে কোনো ডাক্তার চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার পরামর্শ দিলেও আবার অন্য ডাক্তার তাকে নিচে বসে নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই বলে মত দেন। আবার এ ধরনের অনেক ডাক্তারও রয়েছেন, যারা শরীয়তের মাস'আলা সম্পর্কে, বিশেষভাবে নামাজে যে বসে পড়া যায় বা ইশারায়ও যে রুকূ-সিজদা আদায় করা যায়, সে সম্পর্কে কোনোরূপ ধারণা রাখেন না। ফলে যে কেউ হাঁটু, কোমর বা শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করে তাঁদের কাছে পরামর্শ নিতে গেলেই তারা নির্দ্বিধায় বলে দেন, 'আপনি নামাজি ব্যক্তি হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন, বেশি ওঠাবসা করলে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে।' এরূপ অবস্থায় বেচারা অসুস্থ ব্যক্তি অনেক সময় চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যেকোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামাজ জায়েয হয়ে যায় না। বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

'দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।'

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামাজ পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা। আর কোন্ প্রকারের অসুস্থতা, অক্ষমতা হিসেবে গণ্য হবে, কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামাজ পড়তে পারবেন এর মানদণ্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামাজ পড়তে পারবে।[৮৯] হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে,

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।[৯০]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন,

(قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।[৯১]

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন,

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।[৯২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

(قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق[৯৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাজের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাজের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না, এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামাজ শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে।

মসজিদে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়

ডাক্তারের পরামর্শ ও মুফতীর ফাতওয়া অনুযায়ী চেয়ার ব্যতীত যাদের অন্য বিকল্প নেই, তারা মসজিদে গিয়ে চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন, নাকি মসজিদের মর্যাদা ও পরিবেশ নষ্ট হবে- এ অজুহাতে মসজিদে ছেড়ে ঘরে নামাজ আদায করবেন? কারো কারো মতে, যেহেতু এ জাতীয় অসুস্থ ও মা'যূর লোকদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শামিল হওয়ার শার'ঈ বাধ্যবাধকতা নেই, তাই মসজিদে গিয়ে এর পবিত্রতা ও সৌন্দর্য নষ্ট করার চেয়ে ঘরে নামাজ আদায় করাই তাদের জন্য শ্রেয়। অনেকেই এ মতকে প্রকাশ্যতম অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন 'আল-ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে,

الْمَرِيضُ إِذَا صلى فِي بَيْتِهِ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وإِذا خَرَجَ لَا يَسْتَطِيعُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فيه الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَائِمًا وَبِهِ يُفْتَى

"অসুস্থ ব্যক্তি যদি নিজের ঘরে নামাজ পড়ে, তাহলে (যে কোনোভাবে) দাঁড়াতে পারে, তবে বাইরে গেলে পারে না। এরূপ ব্যক্তি ঘরে নামাজ পড়বে, নাকি মসজিদে জামা'আতে হাজির হবে- তা নিয়ে শায়খগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে পছন্দনীয় অভিমত হলো- সে তার ঘরেই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। এ কথার ওপরই ফাতওয়া।"[৯৪]

তবে, যদি তারা মসজিদে গিয়েই জামা'আতে শরীক হয়ে নামাজ আদায় করেন তাহলে তা হবে অতি উত্তম। কারণ, ফরজ নামাজ আদায় করার প্রকৃত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে সবাই মিলে জামা'আত সহকারে নামাজ আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর অসুস্থ অবস্থায় যখন নিজ দেহের জোর নিয়ে হাঁটতে পারেননি, তখন দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর করে এসে জামা'আতে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিচে বসে নামাজ আদায় করেন। কাজেই অসুস্থ ও মাযূর লোকদের মধ্যে যাদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার মতো শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা আছে, তাদেরকে মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে নামাজ আদায় করতে হবে। বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ ইবনু নুজাইম (রাহ.) বলেন,

لَوْ كَانَ الْمَرِيضُ بِحَالٍ لَوْ خَرَجَ إِلَى الْجَمَاعَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ قَدَرَ عَلَيْهِ ، الْأَصَحُ أَنْ يَخْرُجَ وَيُصَلِّيَ قَاعِدًا لِأَنَّ الْفَرْضَ مُقَدَّرٌ بِحَالِهِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ سَقَطَ الْقِيَامُ

"যদি অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হয় যে, যদি সে জামা'আতের উদ্দেশ্যে বের হয়, তবে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারবে না। আর যদি ঘরে নামাজ পড়ে, তবে সে দাঁড়িয়েই নামাজ পড়তে পারবে। অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত হলো, এরূপ ব্যক্তি জামা'আতে হাযির হবে এবং বসেই নামাজ পড়বে। কারণ, ফরজ নামাজের প্রকৃত অবস্থাই হচ্ছে ইমামের পেছনের ইকতিদা করে তা আদায় করা। কাজেই ফরজ নামাজের এ অবস্থা বিবেচনার্থে 'দাঁড়ানোর'-এর হুকুম রহিত হয়ে যাবে।"[৯৫]

কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের যে আপত্তি উত্থাপন করেন তার উত্তর হলো- অক্ষমতা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এমন কাজ করা অবৈধ হতে পারে না, যাতে অন্য জাতির সাথে বাহ্যত সাদৃশ্য তৈরি হয়। অর্থাৎ মানুষ যা করতে বাধ্য, যা না হলে সে মারাত্মক কষ্টের সম্মুখীন হবে, এমন বিষয়ে সাদৃশ্যের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ, এসব বিষয় কারো সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য করা হয় না; বরং একান্ত প্রয়োজনে করা হয়। কাজেই চেয়ারের এ প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে শুধু বাহ্যত সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা সঠিক হবে না। ইসলামী শরী'আতে একটি মূলনীতিই হলো-

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"জরুরত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে মুবাহে পরিণত করে।"[৯৬] অর্থাৎ একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অনেক নিষিদ্ধ বিষয়ও বৈধরূপে সাব্যস্ত হয়। আর ফাকীহ্‌দের মতে, 'জরুরত' বলতে এমন বিপদ বা কষ্টকে বোঝানো হয়, যা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকে।[৯৭]

মসজিদ ও নামাজে চেয়ার ব্যবহারের নিয়ম

একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ ও নামাজে চেয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামাজের বিশুদ্ধতা এবং মসজিদের সৌন্দর্য ও আদব রক্ষার স্বার্থে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী:

ক. চেয়ার সাইজে ছোট হবে, যাতে কাতারের মাঝখানে কোনো ফাঁক না থাকে এবং চেয়ারে উপবিষ্ট মুসল্লীর সাথে মিলে অপর মুসল্লী বসতে দাঁড়াতে পারে।

খ চেয়ার কাতার বরাবর রাখতে হবে, যাতে কাতার সোজা থাকে, যদি মুসল্লী চেয়ারে বসেই নামাজ পড়ে। এ জন্য চেয়ারের পেছনের পায়াগুলোকে মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালির সমান্তরাল করে বসাতে হবে । যদি মুসল্লী রুকূ বা সিজদার সময় বসে এবং কিয়ামের সময় দাঁড়ায়, তাহলে তাকে কিয়ামের সময় কাতার বরাবর অন্য মুসল্লীদের সাথে মিলে দাঁড়াতে হবে এবং এ অবস্থায় চেয়ার কাতারের পেছনে রাখতে হবে। এরূপ অবস্থায় তাকে মসজিদের এমন জায়গায় নামাজ আদায় করতে হবে, যাতে তার পেছনের মুসল্লীদের আহকাম পালনে কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে।

গ. চেয়ার হাতল বিহীন হতে হবে, যাতে চেয়ারে উপবিষ্ট মুসল্লীর সাথে মিলে অপর মুসল্লী দাঁড়াতে/বসতে পারে এবং দু'জনের মধ্যে কোনো ধরনের ফাঁক না থাকে।

ঘ. ইমামের সরাসরি পেছনে বা কাতারের মাঝখানে মাঝখানে চেয়ার বসানো যাবে না; বরং কাতারের একেবারে এক প্রান্তে কিংবা পেছনের কাতারে একান্ত মা'যূররা চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, কখনো ইমামের অযু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় পেছন থেকে একজনকে খলীফা বানাতে হয়। আবার অনেক সময় ইমামের নামাজে ভুল হতে পারে। এ অবস্থায় পেছন থেকে লুকমা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِيَلِنى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত, সচেতন ও বুদ্ধিমান লোকেরাই যেন অবশ্যই জামা'আতে আমার কাছে দাঁড়ায়। তারপর যাদের অবস্থা তারা দাঁড়াবে, তারপর যাদের অবস্থা তারা দাঁড়াবে।"[৯৮]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইমামের নিকটবর্তী পেছনে এমন যোগ্য লোকদেরকে দাঁড়াতে হবে, যারা প্রয়োজনে ইমামের অযু ভেঙ্গে গেলে তার খলীফা হবার যোগ্যতা রাখে, ইমামের ভুল হলে লুকমা দিতে পারে বা কির'আতে বাধাপ্রাপ্ত হলে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।[৯৯] লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সাধারণত চেয়ারে সমাজের প্রভাবশালী উচ্চবিত্তের লোকদেরকেই বেশিরভাগ বসতে দেখা যায়। তাদের অনেকেই আবার প্রথম কাতারে ইমামের পেছনে বসতে চান।

ঙ. মসজিদে কাতারের মধ্যে চেয়ার রেখে আগেভাগে নামাজের জায়গা দখল করে রাখা সমীচীন নয়। এরূপ কাজ করা মাকরূহ। কেননা, চেয়ার দ্বারা আগেভাগে স্থান দখলকারীরা একে তো মসজিদে দ্রুত ও আগেভাগে আসার সুন্নত তরক করে। তাছাড়া তারা এ কাজের মাধ্যমে যেসব মুসল্লী মসজিদে আগেভাগে আসে তাদেরকে সামনের কাতারে বসা থেকে বঞ্চিত করে। এ কারণে মসজিদের কাতারে আগে থেকে কোনো চেয়ার রাখা থাকলে, যদি চেয়ারের মুসল্লী উপস্থিত না থাকে, তাহলে অগ্রে আগমনকারীরা চেয়ারটি সরিয়ে সেখানে বসতে পারে এবং এ কাজে তার কোনো গুনাহ হবে না। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরয করেছিলাম,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ مِن بَيْتًا يظَلِّك؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি আগেভাগে মিনায় গিয়ে আপনার জন্য তাঁবু প্রস্তুত করে রাখবো?" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

لا مني منا خ منْ سبق

"না; বরং যে ব্যক্তি প্রথমে সেখানে পৌঁছবে সেই সেখানে অবস্থান করার অধিকারী।"[১০০]

সাইয়িদুনা 'আবদুর রাহমান ইবনু শিবল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُوَطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِنُ الْبَعِيرُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষ্ট্রের নির্ধারিত আবাসস্থলের মতো মসজিদেও কাউকে নির্দিষ্ট জায়গা তৈরি করে নিতে নিষেধ করেছেন।"[১০১]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মসজিদের মধ্যে নিজের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা সংরক্ষণ করে রাখা এবং সেখানেই সব সময় নামাজ পড়া সমীচীন নয় ।

চ. মুসল্লী একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত চেয়ারের পিঠে হেলান দেবে না। নামাজের সময় প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলে নামাজ মাকরূহ হবে।[১০২] এ কারণে চেয়ারের পরিবর্তে টুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে তাদের অনেকেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় কেউ কেউ কখনো ঘুমিয়েও যায়। অনেক সময় দেখা যায়, চেয়ারে বসা অসুস্থ লোকটি হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন, এর মধ্যে ইমাম সাহেব নামাজের কোনো রুকন আদায় করেছেন কিংবা নামাজই শেষ করে ফেলেছেন।

ছ. মসজিদে চেয়ারের প্রবেশ এবং ব্যবহারের ব্যাপারে ইমামের অনুমতি লাগবে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ মসজিদে চেয়ার প্রবেশ করাতে পারবে না এবং ব্যবহারও করতে পারবে না।

জ. মসজিদের অভ্যন্তরে কোনো চেয়ার না রাখা, যাতে কেউ মসজিদে চেয়ারে বসে আরাম করতে না পারে অথবা মুসল্লীরা গোল হয়ে বসে আলাপ করতে না পারে। তবে মু'আযযিনের রুমে বা স্টোর রুমে অত্যন্ত প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য দু/চারটি চেয়ার রাখা যেতে পারে। ইমামের অনুমতিক্রমে একান্ত মা'যূর ব্যক্তিদের জন্য কেবল নামাজের সময় এগুলো বের করা হবে এবং নামাজ শেষে এগুলো যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখা হবে। অন্য কেউ এই চেয়ারগুলো মসজিদের ভেতরে ব্যবহার করতে পারবে না।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে,

ক. যে ব্যক্তি একান্তই দাঁড়াতে সক্ষম নয়; কিন্তু যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকূ-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকূ-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। এ অবস্থায় চেয়ার বা ইত্যাদি জিনিসে বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না ।

খ. যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে; কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার কারণে সিজদা করার শক্তি নেই কিংবা যে ব্যক্তি মাটিতে বসতে পারে কিন্তু যথারীতি রুকূ-সিজদার শক্তি রাখে না, তাকেও মাটিতে বসে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ার বা ইত্যাদি জিনিসে বসে ইশারায় রুকূ-সিজদা করলে নামাজ মাকরূহ হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনোভাবেই দাঁড়ানো সম্ভব না হয় এবং মাটিতেও বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, কেবল তখনই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও তা অত্যন্ত ছোট সাইজের ও হাতলবিহীন হতে হবে এবং তা টেবিলযুক্ত হবে না।

গ. বিজ্ঞ বিশ্বস্ত ডাক্তারের পরামর্শ ও মুফতীর ফাতওয়ার ভিত্তিতে কেবল একান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নামাজে চেয়ারের ব্যবহার করা যাবে ।

ঘ. মসজিদে নামাজের মধ্যে চেয়ারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে মসজিদের পরিবেশ, আদব ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ইমামের অনুমতি ছাড়া তা ব্যবহার করা যাবে না ।

যদি উল্লিখিত মাসআলাগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা একেবারেই নাজায়েজ। এসব ক্ষেত্রে নামাজই শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাজের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামাজ ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরূহও হয় না।

কাজেই যারা একান্ত গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া ইচ্ছেমতো নামাজে চেয়ার ব্যবহার করে এটাকে একটি সাধারণ কাজে পরিণত করতে চলেছেন, তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখা অতীব প্রয়োজন। এ জন্য করণীয় কয়েকটি করণীয় কাজের কথা উল্লেখ করা হলোঃ

ক. এ প্রসঙ্গে যথার্থ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম ও খতীবগণ যদি এ বিষয়ে সঠিক মত তুলে ধরে বিভিন্ন সময়ে মসজিদে আলোচনা করেন, তাহলে চেয়ারের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার ইন শা আল্লাহ্ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যারা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন, তারাও মসজিদে এসে জামা'আতে শরীক হয়ে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহ পাবেন ও সুযোগ লাভ করবেন ।

খ. মসজিদে চেয়ারের প্রবেশ এবং ব্যবহারের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আরোপ করতে হবে। অর্থাৎ চেয়ার কোন সাইজের হবে ও কোথায় সংরক্ষণ করবে, নামাজের সময় কোথায় এবং কীভাবে বসাবে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট নিয়ম থাকতে হবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

গ. অনেকেই যেহেতু দেখাদেখিতে এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন এবং ক্রমেই এ প্রবণতা বেড়ে চলছে, তাই তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বুঝানো ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলিমগণকে, বিশেষ করে ইমাম ও খতীবদেরকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

তথ্যসূত্র

১. অভিসন্দর্ভটি লিখতে মূলত ‘নামাজে চেয়ারের ব্যবহার’ (লেখকঃ ড. আহমদ আলী (প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), প্রকাশকঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার) কিতাবটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া নিম্নোক্ত আর্টিকেলসমূহ থেকেও সহায়তা নেওয়া হয়েছেঃ

https://www.alkawsar.com/bn/article/863/

https://www.alkawsar.com/bn/article/2569/

https://www.alkawsar.com/bn/article/3007/

https://ahlehaqmedia.com/2331-2/

২. বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরেও বসার জন্য চেয়ার ছিল (দ্র. আহমাদ, আল-মুসনাদ, [মুসনাদু ‘আলী রা.], হাদীস নং: ৮৪৫) এবং কখনো তিনি চেয়ারে বসেও দীনী তা'লীম দিয়েছেন। সাইয়িদুনা আবূ রিফা‘আহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي -- وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِى مَا دِينُهُ - قَالَ - فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيَ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا - قَالَ - فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمْ آخِرَهَا

“একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে এসে পৌঁছলাম। এমন সময় তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন ভিনদেশী তার দীন সম্পর্কে জানতে এসেছে। সে জানে না, তার দীন কী? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবা বন্ধ করে আমার কাছে আসলেন। এ সময় তাঁর জন্য একটি চেয়ার আনা হলো। আমার যতটুকু মনে হয়, চেয়ারটির পায়া লোহার ছিল । তিনি ঐ চেয়ারে বসেই আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে আমাকে শিক্ষা দিলেন। অতঃপর এসে খুতবার অবশিষ্টাংশ শেষ করলেন।” (মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আল-জুমু'আহ, পরিচ্ছেদ: আত-তা'লীমু ফিল খুতবাহ, হাদীস নং ২০৬২)

৩. আব্দ খায়র (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - أُتِيَ بِكُرْسِي فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ...

“আমি দেখেছি, (একবার) সাইয়িদুনা ‘আলী (রা.)-এর জন্য একটি চেয়ার আনা হয়। তিনি তার ওপর বসলেন। এরপর পানির একটি মগ আনা হয়। তিনি (অযু করলেন এভাবে যে, প্রথমে) দু হাত তিনবার ধৌত করেন, ...।” (আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায়: আত-তাহারাত, পরিচ্ছেদঃ সিফাতু অযুয়িন নাবী সা., হাদীস নং ১১৩; হাদীসটি সহীহ)

৪. শাফি'ঈ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১১৫; দারাকুতনী, আস-সুনান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৮

৫. التربع শব্দের অর্থ হলো, নিতম্বের ওপর বসে দু'পা এমনভাবে ভাঁজ করা, যা দৃশ্যত চারজানুর মতো দেখায়।

৬. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং: ১৩৬৩; ইবনু খুযাইমা, আস-সাহীহ, হাদীস নং ৯ বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি সাহীহ।

৭. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, পরিচ্ছেদ: সালাতুল মারীদ, মাক্কাতুল মুকাররামাহ: মাকতাবাতুল দারিল বায, ১৯৯৪; হাদীস নং: ৩৪৭৭

৮. দ্র. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: মান তারাখখাসা ফিত তারাব্বু খণ্ড ২, পৃষ্ঠা, ২২০-১, হাদীস নং: ৬১৭৬-৬১৮৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং: ৩৪৭৫-৩৪৮২

৯. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, হাদীস নং: ২৮৩৫, ২৮৩৯, ৬১৭৬-৬১৮৬

১০. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায়: সিফাতুস সালাত; পরিচ্ছেদ: সুন্নাতুল জুলূস ফিত তাশাহহুদ, হাদীস নং ৭৯৩

১১. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, (রিওয়ায়াত: মুহাম্মদ ইবনুল হাসান), অধ্যায়: আস-সালাত; পরিচ্ছেদঃ আল জুলূস ফিস সালাত, হাদীস নং: ১৫৪

১২. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, অধ্যায়: আন নিদা লিস সালাত; পরিচ্ছেদ: আল-‘আমাল ফিল জুস ফিস সালাত, হাদীস নং: ২৯৬

১৩. দারাকুতনী, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং: ১০৭৯; ইবনু হিব্বান, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং: ১৬৮৫; হাদীসটি সাহীহ।

১৪. ইবনু তাইমিয়াহ, ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯; শাতিবী, আল-ই'তিসাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৭; সালিহ ইবনু ‘আবদিল ‘আযীয, শারহুল আরবাঈন লিন-নববী, পৃষ্ঠা ৭১

১৫. ইবনু তাইমিয়াহ, ইকামতুদ দালীল ‘আলা বুতলানিত তাহলীল, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৫ ও ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯

১৬. ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুছান্নাফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৮

১৭. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুস সুল্হ), হাদীস নং: ২৫৫০; মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাবুল আকদিয়া), হাদীস নং: ৪৪৬৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সুন্নত), হাদীস নং: ৪৬০৬

১৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক কিতাবঃ বিদ'আত ১ম খণ্ড (পরিচয়, প্রকরণ ও পরিণাম), বাংলাদেশ ল' রিসাচ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, ১২০৯

১৯. বাইদাভী, নাসিরুদ্দীন, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাভীল, পৃষ্ঠা ৬৩

২০. বাযযার, আল-মুসনাদ, (মুসনাদু ইবনি ‘আব্বাস রা.), হাদীস নং: ৪৮২৩, ৪৮৫৫; হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল।

২১. ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৬৬

২২. মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: ফাদলুস সুজ্জুদ, হাদীস নং: ৪৮৮

২৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: মা ইয়ুকালু ফির রুকু— ওয়াস সুজ্জুদ, হাদীস নং: ৪৮২

২৪. মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রশ্নোত্তরে চেয়ারে বসে নামাজ, ঢাকা: প্রজন্ম প্রকাশ, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪১

২৫. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত, বাব: তাসবিয়াতুস সুফ), হাদীস নং: ৬৬২। হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও রয়েছে।

২৬. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত, বাব: তাসবিয়াতুস সুফ), হাদীস নং: ৬৬৬; হাদীসটি সহীহ।

২৭. আইনী, ‘উমদাতুল কারি’, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৪৫৫

২৮. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং: ৯১১; হাদীসটি হাসান।

২৯. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং: ৭৬১; দারাকুতনী, আস-সুনান, হাদীস নং ৮/১৭, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৮। শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি সাহীহ। (আলবানী, সাহীহ ও দা ঈফুল জামি ... হাদীস নং: ১২৭৯৮)

৩০. আলী আল-মারগীনানী, আল-হিদায়াহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৪

৩১. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং: ২৬৯৫। শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটি ‘হাসান'।

৩২. সুহাইল হুসাইন, কিতাবুস সুনান ওয়াল আছার ফিন্ নাহয়ি ‘আনিত তাশাব্বুহি লিল কুফফার, পৃষ্ঠা ৫৮-৯

৩৩. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, অধ্যায়: আল-মানাসিক, হাদীস নং: ১৭৩৩; হাদীসটি সাহীহ।

৩৪. দ্র. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: في المديض يسجد علي الوسادة والمرفقة, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১, হাদীস নং ২৮১৬-২৮২২

৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আল-কিবলাহ, পরিচ্ছেদ: আত-তাওয়াজ্জুহ নাহভাল কিবলাহ, হাদীস নং: ৩৯১

৩৬. বুখারী, আস-সাহীহ, অধ্যায়: তাকসীরুস সালাত, পরিচ্ছেদ: ইয়ানযিলু লিল মাকতূৰাহ, হাদীস নং: ১০৪

৩৭. মালিক, মুওয়াত্তা, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: আস-সালাতু ‘আলাদ দাব্বাতি ফিস সফর, হাদীস নং: ২১০

৩৮. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১১; ‘আযীমাবাদী, মুহাম্মদ শামসুল হক, আউনুল মা'বূদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৮

৩৯. ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রা’য়িক, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭০

৪০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪২

৪১. তিরমিযী, আস-সুনান, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: আস-সালাতু ‘আলাদ দাব্বাতি ফিত তীন ওয়াল মাতার, হাদীস নং: ৪১১

৪২. বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীস নং: ৪২৬১

৪৩. মুসলিম, আস-সাহীহ, হাদীস নং: ১৯৮১

৪৪. মুরগীনানী, আল-হিদায়াহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৯

৪৫. সাইয়িদ সাবিক, ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠাষ্ঠা ২৮২

৪৬. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২

৪৭. বুখারী, আস-সাহীহ, হাদীস নং: ১০৬৬

৪৮. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুছান্নাফ, হাদীস নং: ২৮৩৪; তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং: ৯০৩৪

৪৯. আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী, আল-মুন্তাকা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৯

৫০. ফাতাওয়া কাযী খান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩

৫১. জাযীরী, আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা' আহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬৮

৫২. জাযীরী, আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা' আহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬৮

৫৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬ (‘আয-যাখীরা-এর সূত্রে বর্ণিত)

৫৪. বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-ঈ‘মাউ বির্ রুকূ', হাদীস নং ৩৮১৯

৫৫. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুছান্নাফ, হাদীস নং ২৮৪১

৫৬. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম, খণ্ড ৬. পৃষ্ঠা ১৪

৫৭. নববী, আল-মাজমূ', খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯৬

৫৮. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২

৫৯. ফাতাওয়া কাযী খান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩

৬০. ইবনু আমীর হাজ্জ, শারহু মুনইয়াতিল মুসাল্লী, পৃষ্ঠা ১০৮; ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮৭

৬১. তুওয়াইজারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, মুখতাছারুল ফিকহিল ইসলামী, পৃষ্ঠা ৫২৫

৬২. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১০

৬৩. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৭

৬৪. ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২

৬৫. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৭

৬৬. ইবনু বায, আল-ফাতাওয়া, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৪৫-৬; মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, আল-ফাতাওয়া, ফা. নংঃ ৫০৬৮

৬৭. কাসানী, বাদা য়িউস সানাই, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪২

৬৮. আবূ বাকর আল-হাদ্দাদ, আল-জাওহারাতুন নাইয়িরাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৪

৬৯. তাকী উছমানী, ফাতওয়া, তারিখ: ১৩.০২.২০১৩

৭০. বুখারী, আস্সাহীহ, অধ্যায়: আস্সালাত, পরিচ্ছেদ: সালাতুল কা—য়িদ, হাদীস নং: ১০৬৪

৭১. ইবনু বাত্তাল, শারহু সাহীহিল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০২

৭২. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম, খণ্ড ৬. পৃষ্ঠা ১৪

৭৩. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: في المديض يسجد علي الوسادة والمرفقة, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১, হাদীস নং: ২৮১৭-২৮১৯। এ রিওয়ায়াতটি প্রথমত মাওকূফ, দ্বিতীয়ত এটি সাইয়িদুনা জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসের সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

৭৪. দ্র. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: في المريض يسجد علي الوسادة والمفقة, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১, হাদীস নং: ২৮১৬-২৮২২।

৭৫. ইবনু ‘আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১১

৭৬. দ্র. ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: من كره للمريض أن سجد علي الوسادة وغير ها, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭২, হাদীস নংঃ ২৮২৩-২৮২৫

৭৭. উছাইমীন, মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ, ফাতাওয়া নূর ‘আলাদ দাব, খণ্ড ১৮৪, পৃষ্ঠা ৭

৭৮. থানভী, আশরফ আলী, বেহেশতী জেওর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫ (অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বর্ণনা)

৭৯. ইবনু বায, মাজমূ' উ ফাতাওয়া ইবনি বায, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২৪৫-৬

৮০. বুখারী, আস্সাহীহ, অধ্যায়: আস্সালাত, পরিচ্ছেদ: আস-সূসূদ ‘আলাল আনফি, হাদীস নং: ৭৭৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আস্সালাত, পরিচ্ছেদ: আ‘দাউস সুজ্জুদ, হাদীস নং: ১

৮১. যাফর আহমাদ উছমানী, ইমদাদুল আহকাম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০৯

৮২. ইবনু বাত্তাল, শারহু সাহীহিল বুখারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৪; তুওয়াইজারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, মুখতাছারুল ফিকহিল ইসলামী, পৃষ্ঠা ৫২৪

৮৩. জাযীরী, আল-ফিকহু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা' আহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬৮

৮৪. ইবনু আবী শাইবা, আল-মুছান্নাফ, হাদীস নং: ২৮৩৫

৮৫. ইবনু আবিদীন, রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪০২, ৪০৪-৫

৮৬. ইবনুল 'আলা আল-আনসারী, আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়্যা, দেওবন্দ: মাকতাবাতু যাকারিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৬৭

৮৭. নববী, আল-মাজমূ', খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩১০

৮৮. শাওকানী, নাইলুল আওতার, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩৭

৮৯. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, বর্ণনা ৪১২৬

৯০. আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬

৯১. ফাতহুল কাদির ২/৩

৯২. ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১

৯৩. রদ্দুল মুহতার ২/৯৬

৯৪. আল-ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৬

৯৫. ইবনু নুজাইম, যাইনুল ‘আবিদীন, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১৭০

৯৬. ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৫

৯৭. ‘আমীমুল ইহসান, কাওয়া’য়িদুল ফিকহ, পৃষ্ঠা ৩৫৮

৯৮. মুসলিম, আস-সাহীহ, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: তাসবীয়াতুস সুফ, হাদীস নং: ৪৩১

৯৯. নববী, শারহু সাহীহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৫; মুনাবী, আত-তায়সীর বি-শারহিল জামি' ইস সাগীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০২

১০০. তিরমিযী, আল-জামি', (কিতাবুল হজ্জ), হাদীস নং: ৮০৭; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল মানাসিক), হাদীস নং: ২৯৯৭, ২৯৯৮ ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি হাসান- সাহীহ

১০১. আবূ দাউদ, আস-সুনান, (কিতাবুস সালাত), হাদীস নং: ৭৩১; নাসাঈ, আস-সুনান, কিতাবুত তাতবীক), হাদীস নং: ১১০০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাবুল ইকামাতিস সালাত), হাদীস নং: ১৪১৯

১০২. মুনইয়াতুল মুসাল্লী, পৃষ্ঠা ১৩৩ (উল্লেখ্য যে, নামাজে ওযর ছাড়া দেয়াল বা লাঠিতে হেলান বা ভর দেয়া মাকরূহ)